NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ইউরোপের একাধিক বিমানবন্দরে সাইবার হামলা

স্ত্রী চাকরিজীবী হলেও খোরপোশ দাবি করতে পারেন: হাইকোর্ট ৩

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৫ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.09.2025, Vol.19, Issue No. 103, 8 Pages, Price 3.00

মহালয়ার প্রাক্কালে উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

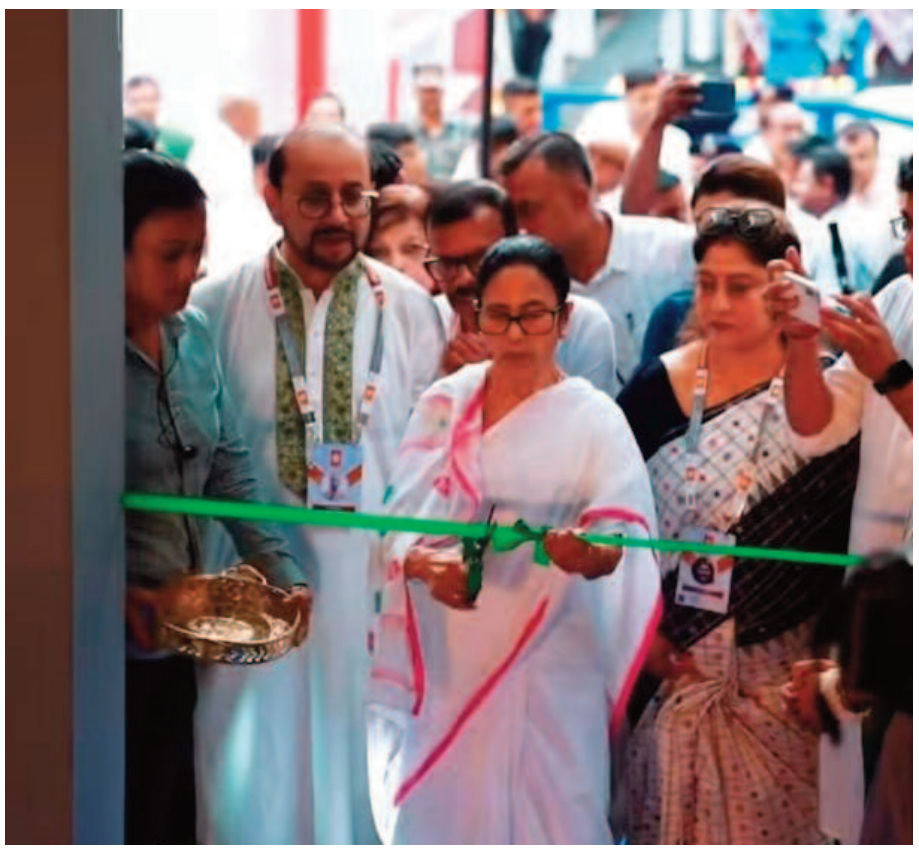

শনিবার হাতিবাগান সর্বজনীনের প্যান্ডেল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের আমেজে গা ভাসাতে প্রস্তুত আপামর বাঙালি। দেবীপক্ষ শুরুর আগেই শনিবার শহরের একাধিক পুজোর প্যান্ডেল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতিবাগান সর্বজনীনের উদ্বোধন মঞ্চ থেকেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'মহালয়া থেকেই মাতৃমূর্তির উদ্বোধন করি, তার আগে কেবল প্যান্ডেলের উদ্বোধন হয়।'

শনিবার শ্রীভূমি স্পোর্টিং, টালা প্রত্যয় ও হাতিবাগান সর্বজনীনের মতো উত্তর কলকাতার নামী পুজোগুলির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তিনি হাজির হন মণ্ডপে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অতীন ঘোষ। উদ্বোধনের আগেই মমতা বলেন, 'আমি কেবল মণ্ডপের উদ্বোধন করছি।'

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, মহালয়ার তর্পণের মধ্য দিয়ে মা দুর্গা সব ধরনের বর্ষণ, গর্জন ও অশান্তির বিরুদ্ধে আলোক ও শান্তির বার্তা নিয়ে আসবেন। একই সঙ্গে তিনি সকলকে বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ না হওয়ার পরামর্শও দেন।

প্রতি বছরই মহালয়ার আগে একাধিক পুজোর উদ্বোধন করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী, এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। রবিবার তিনি যাবেন নাকতলা উদয়ন সংঘ, ৯৫ পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান এবং চেতলা অগ্রণীর উদ্বোধনে। ২২ সেপ্টেম্বর আলিপুর সর্বজনীন, চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী, বেহালা নতুন দল, বড়িশা, হরিদেবপুর ৪১ পল্লি, অজেয় সংহতি, বসুপুর তালবাগান, বসুপুর শীতলা মন্দির, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব ও কালীঘাট মিলন সংঘে যাবেন তিনি। ২৩ সেপ্টেম্বর আরও দীর্ঘ তালিকা-মুদিয়ালি, শিবমন্দির, সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা, ৬৬ পল্লি, বডামতলা, আদি বালিগঞ্জ, একডালিয়া এবং সিংহী পার্কের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

কালীঘাট থেকে কসবা, উত্তর থেকে দক্ষিণ-শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পুজোর উদ্বোধনে ছুটে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তাঁর বার্তা, 'আলোর উৎসব হোক শান্তির উৎসব।'

'পর নির্ভরশীলতাই সবচেয়ে বড় শত্রু'

আমদাবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর: শনিবার নিজের রাজ্যে 'সমুদ্র সে সমৃদ্ধি' অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি ৩৪ হাজার ২০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এদিন গুজরাতের ভাবনগরে বিশাল রোড-শো করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁকে দেখতে রাস্তার দুই ধারে উপচে পড়ে আম-জনতার ভিড়। সকলে প্রধানমন্ত্রীকে দেখেই তিরঙ্গা পতাকা দেখিয়ে স্বাগত জানান। চারিদিকে শোনা যায় মোদী মোদী রব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সকলে। ছোট থেকে বড়, সকলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এক ঝলক দেখার জন্য। রোড-শোর পরে প্রধানমন্ত্রী 'সমুদ্র সে সমৃদ্ধি' অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নবরাত্রি অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে ভাবনগরে এসেছি আমি। জিএসটির হার কমানোয় এবারের মার্কেটে আরও বিক্রিবাট্টা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। উৎসবের আবহে আমরা সমুদ্র সে সমৃদ্ধি উৎসব পালন করছি। আজ ভারত বিশ্ববন্ধুর ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের কোনও শত্রু নেই। তবে আমাদের সবথেকে বড় শত্রু হল অন্য দেশের উপরে নির্ভরশীলতা। এটাই আমাদের সবথেকে বড় শত্রু। একসঙ্গে আমাদের এই শত্রুকে হারাতে হবে। নির্ভরশীলতার শত্রুকে হারাতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'যত বিদেশের উপরে নির্ভরশীলতা রয়েছে, ততই বড় সেই দেশের ব্যর্থতা। বিশ্ব শান্তি, স্থিতাবস্থা ও সমৃদ্ধির জন্য বিশ্বের সবথেকে বড় জনসংখ্যাকে আত্মনির্ভর হতে হবে। আমরা যদি অন্যদের উপরে নির্ভর করে থাকি, তাহলে আমাদের আত্মসম্মান আঘাত পাবে। দেশের ১৪০ কোটির ভবিষ্যত অন্যদের হাতে ছাড়তে পারি না। অন্য দেশের উপরে নির্ভরশীল থেকে আমরা দেশের উন্নয়নের শপথ নিতে পারি না। হাজারো দুঃখের একটাই ওষুধ, সেটা হল আত্মনির্ভর ভারত।'

সেই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনারা সকলে। অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বকর্মা জয়ন্তী থেকে শুরু করে গান্ধি জয়ন্তী পর্যন্ত দেশ সেবা পাকওয়াড়া পালন করছে। বিগত তিনদিনে সেবা পাকওয়াড়ার অধীনে একাধিক অনুষ্ঠান হয়েছে। গুজরাতে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ মানুষ রক্তদান করেছেন। একাধিক শহরে সাফাই অভিযান আয়োজিত হয়েছে, যেখানে লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। ৩০ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আয়োজন করা হয়েছিল। মহিলাদের স্বাস্থ্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।'

ট্রাম্পের ফতোয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা

ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর: দক্ষ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বিদেশি কোনও কর্মচারীকে আর নির্ঝঞ্ঝাটে নিয়োগ করতে পারবে না মার্কিন সংস্থাগুলি! কারণ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার নতুন এক নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ বার থেকে এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির কাছ থেকে বছরে এক লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে নেবে সরকার। এইচ-১বি ভিসা একটি অ-অভিবাসী ভিসা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীরা আমেরিকায় থেকে সেখানকার সংস্থার হয়ে কাজ করেন। ট্রাম্প সরাসরি এই উপায় বন্ধ করে দিচ্ছেন না। তবে এমন মোটা অঙ্কের মূল্য তিনি ধার্য করলেন, যাতে এই ধরনের কর্মীদের আর নিয়োগ করতে চাইবে না কোনও সংস্থা।

এইচ-১বি ভিসা

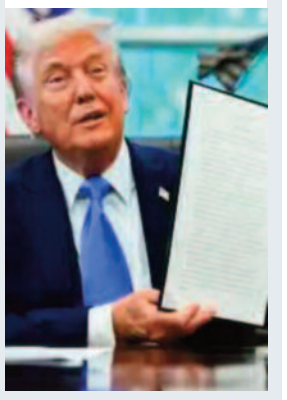

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্পের এই নির্দেশনামার কারণে আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে। অধিকাংশ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাই দক্ষ বিদেশি কর্মীদের উপর নির্ভর করে থাকে। অধিকাংশ কর্মী যান ভারত এবং চিন থেকে। শুক্রবার নতুন নির্দেশে ট্রাম্প স্বাক্ষর করার পর তাঁর বাণিজ্যসচিব হোয়ার্ড লুটনিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা যদি কাউকে কাজ শেখাতে চান, নিয়োগ করতে চান, আমাদের এখানকার এত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যাঁরা পাশ করছেন, তাঁদের শেখান। আমেরিকানদের শেখান, আমেরিকানদের নিয়োগ করুন। বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের নাগরিকদের চাকরি খাওয়া বন্ধ করুন।' ট্রাম্প নিজে নির্দেশনামায় স্বাক্ষরের পর বলেছেন, 'আমাদের কর্মী চাই। আমাদের খুব ভাল কর্মী চাই। এই নির্দেশে সেটাই নিশ্চিত হবে।'

ট্রাম্পের নির্দেশে আলাদা করে কোনও দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যে কোনও দেশের দক্ষ কর্মচারীর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। তবে প্রধানত ভারত ও চিনের কর্মীদের আমেরিকায় চাকরি পাওয়া এর পর কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন। গত বছর আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসা থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছেন ভারতের কর্মীরা। ভারত থেকে ৭১ শতাংশ আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই আছে চিন। সেখান থেকে ১১.৭ শতাংশ ভিসার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ভিসানীতি ঘোষণার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'দুর্বল' বলে কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রাহুল এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আমি আবার বলছি, ভারতে প্রধানমন্ত্রী দুর্বল।'

ডিভিসির জলে ফের শঙ্কার মেঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিল ডিভিসি। গত কয়েক দিন ধরেই কমবেশি জল ছাড়া হচ্ছে। নিম্নচাপের কারণে ঝাড়খণ্ডে ভারী বৃষ্টি চলছে। সেই কারণেই বাড়তি জল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এর ফলে পুজোর আগে নিম্ন দামোদর উপত্যকা ভাসতে পারে। মহালয়ার তর্পণ নিয়েও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রশাসন।

মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে বৃহস্পতিবার ৪১ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছিল ডিভিসি। কিন্তু শুক্রবার থেকে পরিমাণ আরও বেড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে ৪২ হাজার ৫০০ কিউসেক করে জল ছাড়া হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে মাইথনের ১৭ হাজার এবং পাঞ্চেতের ২৫ হাজার ৫০০ কিউসেক জল। ডিভিসি জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ডে টানা বৃষ্টির কারণে এই দুই জলাধারই পূর্ণ। তাই বাড়তি জল ছাড়তে হচ্ছে। শনিবার ডিভিসি ছেড়েছে আরও ৪১ হাজার কিউসেক জল। যেখানে মাইথন থেকে ১৮ হাজার এবং পাঞ্চেত থেকে ২৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়।

এদিকে দামোদর পরিপূর্ণ হওয়ায় ডিভিসির বাড়তি জলে নদী উপচে ভাসতে পারে উপত্যকা এলাকা। মহালয়ায় দামোদরে বহু মানুষ তর্পণ করেন। অতীতেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এমনকি, একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে বাড়তি জল থাকায়। এই মহালয়াতেই দামোদরে তর্পণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের দাদা অসীম ঘটক। ফলে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর আগে থেকেই সতর্ক প্রশাসন। নদীঘাটগুলিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং পুলিশ তর্পণের সময়ে ঘাটে থাকবে। সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থাও রয়েছে। যে সমস্ত ঘাটে জল বেশি এবং বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না। আগে থেকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া, তর্পণের সময়ে মাইকিং চলবে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুইয়া জানান, 'ভয়াবহ চক্রান্ত করছে। জল নিয়ে খেলা করছে। ডিভিসি এর প্রধান কাজ করছে। আজকেও ডিভিসি ও গালুডি জল ছেড়েছে। এর মধ্যে তিস্তায় বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হচ্ছে। তিস্তা ব্যারেজ থেকে শুক্রবার ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হয়েছে। সরকার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছে।' সঙ্গে এও জানান, সব জায়গায় এমারজেন্সি সেন্টার খোলা হয়েছে। জেলা ও ব্লক ভিত্তিক টিম আছে। রাত্রিবেলা সেচের আধিকারিকরা বাঁধে ঘুরছে। বিভিন্ন জায়গায় মাটির চরিত্র আলাদা হবার কারণে বাঁধ ভাঙছে। ভয়ঙ্কর ডিভিসি জল ছাড়ছে। গ্রাম, ফসল ভেসে যাচ্ছে। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকছি।

এফআইআর

■ **শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের। ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে ময়নাতদন্ত। এই আবহে জানা যাচ্ছে, অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। 'নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল' নামক অনুষ্ঠানের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।**

শহিদ জওয়ান

■ **ফের গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল জম্মু ও কাশ্মীরবাসীর। শুক্রবার রাত থেকে জম্মুর উদমপুর, ডোডা ও কাঠুয়া জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চলা এই অভিযানে এক সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। জানা গিয়েছে, উদমপুর, ডোডা ও কাঠুয়া জেলা বিশিষ্ট জঙ্গলঘেরা এলাকায় বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার গোপন খবর এসেছিল নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে।**

চন্দ্রনাথ কি ইডি হেপাজতে, উত্তর মঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হার মামলার রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারক শুভেন্দু সাহা। আগামী মঙ্গলবার ইডির মামলায় চন্দ্রনাথের জামিনের আবেদনের রায় শোনাবেন বিচারক। এ দিনের শুনানিতে ইডিকে তোপ দাগেন বিচারক। ইডির আইনজীবীকে বিচারক শুভেন্দু সাহাকে প্রশ্ন করেন, ১১ মাস কী করছিলেন তা নিয়ে। এদিকে আদালত থেকে বেরিয়ে বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা প্রকাশ করে চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল, আছে, থাকবে।'

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জামিনের শুনানির জন্য শনিবার সকালে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পৌঁছলেন চন্দ্রনাথ সিন্‌হা। এদিন সাদা পায়জামা পঞ্জাবি, সাদা জুতো পরে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আদালত চত্বরে উপস্থিত হন তিনি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে চন্দ্রনাথ সিন্‌হার বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পেশ করে নিজেদের হেপাজতে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা।

এদিন ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, 'কেন জামিনের বিরোধিতা করা হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য কেস ডায়েরিতে উল্লেখ আছে। ৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে, মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি একাধিক নথিও পাওয়া গিয়েছে। ৫০ পিএমএল অ্যাক্টে বেশ কয়েকজনের বয়ান আছে। ওঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। আমাদের তদন্তে ৪১ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তার সপক্ষে তিনি বলেছিলেন চাষ ও ফলনের থেকে পাওয়া। কিন্তু বয়ান রেকর্ডের সময় প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেননি। যে আয়কর জমা দেওয়া হয়েছিল, তাতেও একাধিক লেনদেন বা টাকার উৎস অন্ধকারে রেখেছিলেন। জমি সংক্রান্ত একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।'

এদিকে ইডি আধিকারিককে জানান, ২৯ জুলাই- মুরারই জমি আধিকারিকের দফতর থেকেও বেশ কিছু জমির নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে। যে সমস্ত নথি পাওয়া গিয়েছে তাতে তাঁর জমি ও আয়ের সঙ্গতির মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। অনেক নথি চাওয়া হয়েছিল ওঁর কাছে। উনি পাঠাননি। চার্জশিট জমা পড়ার পরে তড়িঘড়ি এসে জমা করলেন। এক্ষেত্রে, তো বোঝা যাচ্ছে ওঁর ইনটেনশন। উনি প্রভাবশালী। একদিনেই ওঁর অন্তর্বর্তী জামিন হল। ইডির তরফ থেকে এ ব্যাপারে জানানো হয়, 'উনি বলছেন চাষবাস ও রিয়েল স্টেট থেকে টাকা এসেছে। যা সন্দেহজনক। আমার ডকুমেন্টস পাইনি। উনি দেখাতে পারেননি। আমরা আরও নগদ লেনদেনের হদিস পেয়েছি। তার জন্য হেপাজতে নিয়ে জেরা প্রয়োজন। যে যে নথি পাওয়া গিয়েছে, তা ওঁর কাস্টডির পক্ষে যথেষ্ট। প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী উনি। চার্জশিট জমা দেওয়ার আগে নথি দিচ্ছিলেন না। বোঝাই যাচ্ছে প্রভাব। ২২ জুলাই নোটিস দিয়ে ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছিল। আয়কর, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি এই চাওয়া হয়েছিল। সাত দিন সময় দেওয়া হলেও উনি তা দেননি। চার্জশিট জমা হয় ৬ অগস্ট।'

অন্যদিকে, আদালতে জামিন বাতিলের আবেদনের বিরোধিতায় চন্দ্রনাথের আইনজীবী জানান, 'উনি যা পিটিশন জমা দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখতে হবে। উনি যাতে নতুন কোনও তথ্য এই শুনানিতে না রাখেন। ২০২৪-এর ২২ মার্চ সার্চ হয়। নগদ টাকা পাওয়া যায়। ওঁর ও ওঁর স্ত্রীর বয়ান রেকর্ড করা হয়। এই ঘটনার পর পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি জমা দেওয়া হয়। তাতে ওঁর নাম ছিল না। এরপর ওঁকে নথি চাওয়া হয়েছিল। ৬ অগস্ট সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেন। আমরা ডকুমেন্ট দিয়েছি ইডিকে।'

পাকিস্তানের নামও নিলেন না সূর্য, প্রশংসা ওমানের

ম্যাচের পর ওমানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপের মঞ্চে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। গ্রুপ পর্বে 'হ্যান্ডশেক' বিতর্ক সেই আবহকে আরও উস্কে দিয়েছিল। তাই রবিবারের সুপার ফোরের ম্যাচ ঘিরেও একই রকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ইঙ্গিত মিলছে। সূর্যকুমার যাদবরা পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করবেন না-এমন বার্তাই স্পষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে সূর্যের সাম্প্রতিক আচরণে দেখা গেল একেবারেই ভিন্ন ছবি। তিনি শুধু পাকিস্তানকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না, বরং পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করাতেই অনীহা প্রকাশ করছেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের প্রতি মানবিকতার প্রকাশ ঘটালেন ভারত অধিনায়ক।

ওমান ম্যাচেই তার উদাহরণ মিলল। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে ২১ রানের জয় নিশ্চিত করেছে ভারত। যদিও এই জয় সহজ ছিল না। ওমান শেষ পর্যন্ত ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়। দলের হয়ে সবচেয়ে নজর কাড়লেন ৪৩ বছর বয়সি আমির কালিম। করাচিতে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার একসময় পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। পরে ওমানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যোগ দেন। ভারতের বিপক্ষে তাঁর লড়াকু হাফসেঞ্চুরি ওমানকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। ম্যাচ শেষে সূর্য শুধু তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসাই করলেন না, আলিঙ্গনও করলেন কালিমকে। সেই দৃশ্য যেন সম্পূর্ণ অন্য বার্তা দিল। ব্যক্তিগত খেলোয়াড়কে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তবে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানকে একেবারেই অস্বীকার করেন।

পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে সূর্যর মন্তব্যও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকর সরাসরি পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু সূর্য নির্দিষ্ট নাম উচ্চারণ না করে সংক্ষেপে বলেন, 'হ্যাঁ, সুপার ফোরের জন্য তৈরি।' মাত্র চার অক্ষরের উত্তরেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পাকিস্তানকে তাঁরা শুধু প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে রাখছেন, বাকিটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ভারতীয় ড্রেসিংরুমে পাকিস্তান নিয়ে কোনও অযথা আলোচনার জায়গা নেই।

অন্যদিকে, ওমানের পারফরম্যান্সকে যথেষ্ট সম্মান জানালেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বলেন, 'ওমান অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। ওদের কোচ সুলু স্যারকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। উনি আছেন মানেই দল মাটি কামড়ে লড়বে। ওদের ব্যাটিং দারুণ উপভোগ করেছি।' এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, ক্রিকেটের সৌন্দর্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি আলাদা করে দেখতে জানেন।

সব মিলিয়ে সূর্যের অবস্থান দ্বৈত বার্তা বহন করছে। একদিকে পাকিস্তানকে প্রতিপক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মাত্রায় দূরত্বে রাখা, অন্যদিকে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারকে আলিঙ্গন করে মানবিকতার প্রকাশ ঘটানো। ভারতীয় দলের এই অবস্থান হয়তো কেবল ম্যাচের ফলাফলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং মাঠের বাইরের সম্পর্কেও তাৎপর্য বহন করবে। তাই রবিবারের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা যেমন তুঙ্গে উঠছে, তেমনই সূর্যকুমারের আচরণ নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই তীব্র হোক না কেন, মানবিকতার জায়গাটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

দাদাসাহেব ফালকে পাচ্ছেন মোহনলাল

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর: দাদাসাহেব পুরস্কার ২০২৩-এর জন্য ভূষিত হলেন দক্ষিণী তারকা মোহনলাল। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডল থেকে একটি পোস্টে শনিবার এই ঘোষণা করা হয়েছে। মোহনলাল মালায়লাম সিনেমা জগতে স্বনামধন্য একটি নাম। জানানো হয়েছে। দাদাসাহেব ফালকের সিলেকশন কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণী তারকা মোহনলালকে দাদাসাহেব পুরস্কার ২০২৩ দিয়ে সম্মানিত করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত ৭১তম ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। শোনা যাচ্ছে, মোহনলালকে খুব তাড়াতাড়ি বলিউডের পর্দায় দেখা যেতে পারে। প্রিয়দর্শন নির্দেশিত ও অক্ষয় কুমার অভিনীত 'হেওয়ান' থাকতে পারেন মোহনলাল। ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে Shampa Banerjee Ghosh ও Shampa Banerjee D/o. Samir Kumar Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Nurul Hasan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samsuddin Mondal ও N. Samsuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sekh Kamaluddin S/o. Sekh Sahadad ও Sk Kamal Uddin S/o. Sk. Sahadat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪০৫ নং এফিডেভিট বলে Bijoy Koley ও Bijoy Kolay S/o. Sunil Kumar Kolay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৮৫৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartick Kayal S/o. Biswanath Kayal, R/o. Kabura Panchpara, Panchpara, Balagarh, Hooghly-712501, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কাস্ট সার্টিফিকেট ও স্কুল সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Kartick Kayal এর পরিবর্তে Kartik Kayal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি, Kartick Kayal ও Kartik Kayal S/o. Biswanath Kayal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি দেবাশীষ দত্ত, পিতা- নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত, সাং-ঘূর্ণী আজাদ হিন্দ সড়ক, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, আমার W.B.B.S.E. School Final Examination Certificate-এ আমার নাম ভুলবশতঃ দেবাশীষ কুমার দত্ত হইয়াছে। গত ইংরাজী ০৭.০৮.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৮৯ নং এফিডেভিটবলে আমি দেবাশীষ দত্ত ও দেবাশীষ কুমার দত্ত এক ও একই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর। ৪ঠা আশ্বিন। অমাবস্যা তিথি, তিল তর্পণ। রবি বার। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা। মৃতের একপাদ দোষ, সকাল ১০/১১ র পর ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শুভ কর্ম অমাবস্যা। মহালয়া। পার্বন শ্রাদ্ধ। তিল তর্পণ ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Bose ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sankar Prosad Bose ও S. Kr. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ১০৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rani Murmu D/o. Suklal Murmu, নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Raisa Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। Raisa Khatun & Rani Murmu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Qoushar Jahan W/O Gulam Hassan Ansari, R/O 25, G.T. Road P.O/P.S Rishra Hooghly Pin-712248. ভুলবশত আমার মেয়ে Afsara Parveen এর birth certificate ই আমার (Sony Khatoon) আর আমার স্বামী নাম (Gulam Hassan) ভুল লিখা হয়েছে , গত ১২/০৯/২০২৫ তারিখে শ্রীরামপুর 1st ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে থেকে Affidavit (No-10809) করে এই প্রমাণ করছি যে আমি Qoushar Jahan আর Sony Khatoon আর আমার স্বামী Gulam Hassan Ansari আর Gulam Hasan দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যাক্তি

নাম-পদবী

আমি Qoushar Jahan W/O Gulam Hassan Ansari, R/O 25, G.T. Road PO/PS Rishra Hooghly Pin 712248. ভুলবশত আমার মেয়ে Aisha Parveen এর birth certificate ই আমার (Kausar Jahan) আর আমার স্বামী নাম (Gulam Hassan) ভুল লিখা হয়েছে, গত ১২/০৯/২০২৫ তারিখে শ্রীরামপুর 1st ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে থেকে Affidavit (No-10810) করে এই প্রমাণ করছি যে আমি Qoushar Jahan আর Kausar Jahan আর আমার স্বামী ঋড lam Hassan Ansari আর ঋড lam Hasan দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যাক্তি

NAME CHANGE

I, Goutam Dasgupta, Son Of Late Kshitish Ch.Dasgupta, residing at 48/52, Purna Chandra Mitra lane, Swiss Park, Tollygunge, Kolkata, Pin 700033, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GAUTAM DASGUPTA (Aadhar Card No. 3013 1372 0393) as declared before the Notary Public, Vide Affidavit No. 66 dated 15.09.2025. GOUTAM DASGUPTA and GAUTAM DASGUPTA both are same and identical person.

I,Rohit Gupta s/o Rajendra Prasad Gupta of Srijan Heritage Enclave, Block- A,, Flat - 1B, 345, Rajarhat Main Road, Atgarah, Rajarhat Gopalpur (M), P.S.-Baguiati, North 24 pgs, Pin code - 700136, do hereby declare that the name of my father has been recorded as Rajendra Gupta in my Voter Identity Card, Aadhaar card, Pan Card and Driving licence in place of actual name i.e. Rajendra Prasad Gupta as declared before the Judicial Magistrate (1st class) at Sealdah Court (WB) vide affidavit no. 9946 Dated 20.09.2025. that my father name Rajendra Prasad Gupta and Rajendra Gupta are the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে, **মূল দলিল**, যাহা চুঁচুড়া সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১৯৬৯ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার **দলিল নাম্বার ৭১৬৮/১৯৬৯**, ১নং বহির, ভল্যুম নং ৭৩, পাতা নং ২১৫ থেকে ২১৭ লিপিবদ্ধ (যেখানে **রবীন্দ্র নাথ দাস মন্ডল** বিক্রেতা এবং **তারা রানী ঘোষ** ক্রেতা) যাহার জেলা হুগলী ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চুঁচুড়া ও থানা মগরা, **মৌজা- বানপাড়ার** সামিল, জে. এল নং- ৩১, ৭১ নং আর.এস খতিয়ানভুক্ত :- আর. এস. ৯১ ও এল. আর ৯৩ নং দাগে জমি বাংলা মাপে ৩ কাঠা যাহা আমার মক্কেল শেখর দাস, হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি **জি.ডি.ই ০৭/০৯/২০২৫** তারিখে **মগরা থানায়** রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং ৪৩৭ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং **৬০ তারিখ ০৪.০৯.২০২৫**) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া
মো: ৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী মঙ্গল সরেন** পিতা ৺রামচাঁদ সরেন, সাকিম খানপুর, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৮ মহাশয় বিগত ইং ১৩/০৬/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-1, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06975/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সোমলাল টুডু** পিতা সম্বা টুডু, সাকিম টুরুলপাড়া, গুড়বাড়ী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৮), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৬/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-1, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01205/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অর্পিতা টুডু** স্বামী সোমলাল টুডু, সাকিম টুরুলপাড়া, গুড়বাড়ী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৮, মহাশয়াকে ০২ শতক পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা গুড়াপ, মৌজা খানপুর, ১২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৪৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৭৫ তথা হাল এল.আর. ১০২৪ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২৯ শতকের মধ্যে ০.০৬৩২ অংশে ০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অর্পিতা টুডু** স্বামী সোমলাল টুডু, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**শ্রী সোমলাল টুডু (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রী বীরেন মন্ডল** পিতা শ্রী বিনোদ মন্ডল, সাকিম পশ্চিমশিকটা (গড়বাড়ী), মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00855/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, এবং ২)**শ্রীমতী টুলু ঘোড়ুই** স্বামী শ্রী নন্দলাল ঘোড়ুই, সাকিম পশ্চিমশিকটা জোত রামেশ্বরপুর (তালডাঙ্গা), মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়া বিগত ইং ২৬/১০/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00377/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌকত সরকার**, পিতা সাজেদ সরকার, সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩১/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10824/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আলেয়া বেগম**, স্বামী সৌকত সরকার, সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে ০২ শতক পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পশ্চিমশিকটা, সাবেক ৩১ তথা হাল ৩৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৬৪, ৩৭৭ ও ৩৭৫ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ৯১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০২ শতকের মধ্যে কমবেশী ০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আলেয়া বেগম**, স্বামী সৌকত সরকার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **সৌকত সরকার (আমমোক্তার)**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন **A) পথিক মাল B) প্রবীর মাল C) প্রদীপ মাল**, সর্ব্ব পিতা দেবনাথ মাল **D) দেবনাথ মাল** পিতা গড়ু মাল সর্ব্বসাকিম জামবনী জগদল্লা বাঁকুড়া। গত ২০/০১/২০২৫ বাঁকুড়ার এ.ডি.এস.আর এর ১০৬/২৫ নং কোবালা দলিল মূলে **১) শ্রী সুধাংশু ঘোষাল ২) শ্রী হিমাংশু ঘোষাল** উভয়ের পিতা অভয়াপদ ঘোষাল ওর্ফে অভয় ঘোষাল উভয়ের সাকিম- জামবনী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। **৩) শ্রীমতী চন্দনা ব্রহ্মচারী** স্বামী শ্রী রামকিঙ্কর ব্রহ্মচারী সাকিম ঝাঁকতোড়, রামপুর, ইন্দপুর, বাঁকুড়া। **৪) শ্রীমতী আন্না ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী জয়দেব ব্যানার্জ্জী সাকিম মনিপুর, ভালুকবাসা, তালডাংরা, বাঁকুড়া। **৫) শ্রীমতী অরুনা ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী প্রশান্ত ব্যানার্জ্জী সাকিম জামসেদপুর, মানগোপ, পূর্ব্বসিংভূম, ঝাড়খন্ড। **৬) শ্রীমতী নমিতা চ্যাটার্জ্জী** স্বামী শ্রী অসিত চ্যাটার্জ্জী সাকিম- রসুনকুড়, জগদল্লা, বাঁকুড়া। **৭) শ্রীমত্যা মিঠু ঘোষাল** স্বামী জয়দেব ঘোষাল সাকিম- জামবনী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। **৮) শ্রীমতী পায়েল ঘোষাল** স্বামী শ্রী সৈকত ঘোষাল সাকিম- শালিহান, মুড়াকাটা, ওন্দা, বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৮ নং দাতাগনের পক্ষে গত ইংরাজী ২০২৩ সালে বাঁকুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসের ০৪২৩/২০২৩ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী তুহিন ঘোষাল** পিতা শ্রী হিমাংশু ঘোষাল হিন্দু সাকিম- জামবনী, জগদল্লা, বাঁকুড়া, **৯) শ্রীমতী ছায়া গোস্বামী** স্বামী শ্রী আলোকনাথ গোস্বামী (পিতা 'ভুপতি ঘোষাল) সাকিম- কাটজুড়িডাঙ্গা, উত্তরায়নপল্লী কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া। উক্ত ৯ নং দাতার পক্ষে গত ইংরাজী ২০২২ সালে বাঁকুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসের ৩৪২৭/২০২২ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং **১০) শ্রী নিলয় ঘোষাল** পিতা গুরুপদ ঘোষাল সাকিম জামবনী জগদল্লা। বাঁকুড়া উক্ত আমমোক্তারদ্বয় দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, পাতাকলা মৌজায় (জে.এল-১৯৩) ২৪ ও ৪৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ২২৭ নং দাগে মোট ০.৩৫ একর ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া BL & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

-: বিজ্ঞপ্তিঃ-

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর
Probate Case No. 01/2025
সঞ্জয় খামরই ....দরখাস্তকারী
-: বনাম:-
রমা ঘোষ ....প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত লাপুড়িয়া মৌজায় বসবাসকারী সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উক্ত সাকিনে শ্রীমত্যা ছায়ারানী খামরই স্বামী ৺নন্দলাল খামরই বসবাস করা অবস্থায় গত ইং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করেন । মৃত্যুর পূর্বে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত দরখাস্তকারী সঞ্জয় খামরই এর বরাবর একখন্ড রেজিস্ট্রার উইল সম্পাদন করেন ও একজিকিউটার নিযুক্ত করেন। উক্ত উইল সম্বন্ধে প্রবেট আদির প্রার্থনায় অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে । উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং ০১/১১/২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত দরখাস্তকারীর প্রবেট আদির প্রার্থনায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তিআদি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-গড়বেতা, মৌজা-লাপুড়িয়া, জে. এল. নং-৪৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং-৩১/২, এল. আর. খতিয়ান নং-২৪৩,দাগ নং-১১৩/৮১৩, পরিমান-৪৪ ডেঃ যাহার বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৫,০০,০০০/- টাকা

আদেশানুসারে
Sd/- Kamrun Nehar, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর।
18.09.2025

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)খোকন সেখ ও ২)বাবলু সেখ**উভয়ের পিতা সামসুর সেখ ওরফে সামসুল সেখ, উভয়ের সাকিম পাঁচপোতা, কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00314/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় ঘোষ**, পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ, সাকিম ২৩৩ কনকশালী, ঘটকপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11318/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রোহিত চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শ্রী দীপঙ্কর চ্যাটার্জ্জী, সাকিম ১৮/১০৪, মিয়ারবের রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ২ কাঠা ১২ ছটাক পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা জগন্নাথবাটী, সাবেক ১৭৭ তথা হাল ৭৫ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১১১ তথা হাল এল.আর. ৫০৩ ও ৫০৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০০ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৮২ শতকের মধ্যে ১৫ শতক তন্মধ্যে ২ কাঠা ১২ ছটাক বা কমবেশী ৪.৫৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রোহিত চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শ্রী দীপঙ্কর চ্যাটার্জ্জী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন **A) আনন্দ মন্ডল** পিতা গুরুপদ মন্ডল **B) দীপক মাল** পিতা নিতাই মাল **C) লক্ষী মাল** স্বামী সুকদেব মাল সর্ব সাকিম জগদল্লা , বাঁকুড়া **D) মানব সাঁতরা** পিতা কৃষ্ণ সাঁতরা সাকিম পাতাকলা, জগদল্লা, বাঁকুড়া **E) প্রিয়ব্রত মণ্ডল** পিতা অসিত মন্ডল সাকিম শালবেদিয়া গঙ্গাজলঘাটী,বাঁকুড়া **F) রানা শীট** পিতা তাপস শীট সাকিম গোড়াবাড়ী জগদল্লা বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ২৯৬০/২৫, ৪১৬৯/২৪ এবং ২৯৫৯/২৫, ৩১৬৮/২৫ ২৯৫৮/২৫ নং কোবালা দলিল মূলে **তরুন চ্যাটার্জী ওরফে তরুণ কুমার চ্যাটার্জি** ওয়ারিশগনের নিকট **১) শিবানী চ্যাটার্জী**, স্বামী তরুন চ্যাটার্জী **২) অরিজিৎ চ্যাটার্জী**, পিতা তরুন চ্যাটার্জী, উভয়ের সাকিম গোড়াবাড়ী,জগদল্লা, বাঁকুড়া **৩) তনুশ্রী দেঘরিয়া**, স্বামী গৌতম দেঘরিয়া, সাকিম কেশিয়াড়া, গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া। **৪) বেবী চ্যাটার্জ্জী (মুখার্জী)**, স্বামী অভিজিৎ মুখার্জী, সাকিম কাটানধার দুয়ারীপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। উক্ত দাতাগনের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী গৌতম চৌধুরী**, পিতা স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী সাকিম সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ৪৩৪২/২৩ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগদল্লা মৌজায় (জে.এল-১৯৬) ২২০ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩১৫ নং দাগে ০.০১৪৭ একর জমিন **আনন্দ মন্ডল**, হাল ২৯৬ নং দাগে ০.০৩৩০ একর জমিন **দীপক মাল ও লক্ষী মাল**, হাল ৩১৫ নং দাগে ০.০২৫২ একর জমিন মানব সাঁতরা,হাল ৩১১ নং দাগে ০.০৫ একর জমিন **প্রিয়ব্রত মণ্ডল**, হাল ৩১৭ নং দাগে ০.০৬ একর জমিন রানা শীট। আমার মক্কেলগন উক্ত দাগ ও খতিয়ান বর্ণীত জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রী রবিন চ্যাটার্জী ২. শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী ৩. শ্রীমতি মায়া গো[illegible] মুখার্জী, আমি মৃত অসীম মুখার্জি, ৫. শ্রীমতি রিতা চক্রবর্তী, স্বামী শ্রী ভাস্ক[illegible] ব্যানার্জি লেন, পোষ্ট ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, ৬. শ্রী স্বপন চ্যাট[illegible] মুখার্জি (চ্যাটার্জি), স্বামী শ্রী মিহির লাল মুখার্জি, ৮. শ্রীমতি মিলি ঘোষাল [illegible] মৃত জগৎপতি চ্যাটার্জী, ৯. শ্রীমতি রেখা চ্যাটার্জি, স্বামী মৃত গোরাচাঁদ চ্যা[illegible] ব্যানার্জি, ১১. শ্রী শুভজিৎ চ্যাটার্জী, ১২. শ্রী স্বাগতম চ্যাটার্জী, ৬ নং- ১[illegible] কালীবাড়ির নিকট) পোষ্ট ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, ১০ নং - ১২ [illegible] কুমার রায়, পিতা- মৃত সতীন্দ্র নাথ রায়, ১৪. শ্রীমতি সুর্পণা চ্যাটার্জী (রায়[illegible]) (রায়), স্বামী- শ্রী পলাশ ভৌমিক, ১৬. শ্রী শান্তনু রায় পিতা- শ্রী সুনীল [illegible] ইসলাম সরণি, আশ্রমপাড়া, পোষ্ট ও থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জি[illegible] ১৩/০৯/২০১২ তাং এ ডি এস আর শিলিগুড়ি IV-৭১৮ নং আমমো[illegible] চ্যাটার্জি, পিতা- মৃত জগৎপতি চ্যাটার্জী, সাং- ৫৯/১২, শান্তিরাম রাস্তা [illegible] জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০১, ১৮. শ্রীমতি বিজলি রানী চ্যাটার্জি, স্বা[illegible] ২০. শ্রী তাপস চ্যাটার্জি, ২১. শ্রীমতি শিখা মুখার্জি, স্বামী- শ্রী গোপাল [illegible] ব্যানার্জি, ১৯ নং - ২২ নং এর পিতা - মৃত বলাই চন্দ্র চ্যাটার্জী,১৮ নং- [illegible] ও থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২৪, [illegible] ১৩/০৯/২০১৩ তাং I-১২১২৭ নং দলীল বলে ১৪৬ নং তৌজির [illegible] আর.এস. খতিয়ান নং - ৫২৮,৫২৫,৫৩২,৫৩৪, এর এল.আর. খতিয়[illegible] ১৪৮৪,১৪৫৯,১৪৪৭,৮০২/১,৪০৮/১,১৭১৮/১,১৩৯৯,৪৪০,১৬৮৮[illegible] এল.আর. ৮১৩ এর ১ কাঠা ১৪ ছটাক ০২ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করেন [illegible] ২. শ্রীমতি আভারাণী মন্ডল, স্বামী মৃত তারাশঙ্কর মন্ডল, উভয়ের সাং-[illegible] উত্তর ২৪ পরগনা, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থ[illegible] B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবে[illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমতি মৌসুমী রানী সাহা, স্বামী-শ্রী সিদ্ধেশ্বর সাহা, সাং - আজাদ হিন্দ সড়ক, বেলতলা বাজার, পোঃ- ঘূর্ণী,থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, পক্ষে ইং ১৫/০৫/২০২৩ তারিখে I - 5110/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমতি নুপুর সাহা, স্বামী- শ্রী অসিত কুমার সাহা ওরফে অসিত সাহা, সাং - আজাদ হিন্দ সড়ক, বেলতলা বাজার, পোঃ- ঘূর্ণী,থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, মহাশয়া। ৯৫ নং ঘূর্ণি মৌজাস্থিত, খতিয়ান নং L.R. ৩৩৭১, দাগ নং R.S.&L.R.১২৪ মোট ২৬.৮৪ শতক জমি আমমোক্তারকৃত। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল ভাদু ঘোষ, পিতা মৃত বিনোদ ঘোষ, সাং ১৪৭ নং আব্দুস সালাম রোড, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। দলিল নং ৩৮৬৪ দলিল মূলে D.S.R- 1 মুর্শিদাবাদ বরাবর পাওয়ার অফ এটর্নি সমর নাগ, পিতা মৃত মোহন নাগ, সাং 30 নং স্বর্ণময়ী রোড, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পাওয়ার নং ২০, তারিখ ৩০/০৫/২০০৫ মৌজা গোরাবাজার ৯০, পরিমাণ ১২০ Sqft দোকান

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. অঞ্জলি ঘোষাল (চক্রবর্ত্তী) স্বামী - মৃত নরেশ চন্দ্র ঘোষাল, ২. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী, পিতা - মৃত শ্যামল চক্রবর্ত্তী ৩. মালবিকা চক্রবর্তী, স্বামী - মৃত শ্যামল চক্রবর্ত্তী, এবং ৪. বিমল চক্রবর্ত্তী আমমোক্তার ও স্বয়ং, সকলের সাং ও পোঃ - স্বরুপগঞ্জ, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, ১ ও ৪ নং এর মাতা সরযু বালা দেবী চক্রবর্ত্তী, স্বামী - হরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে সুরেন্দ্র নাথ এবং ২ এর পিতা ও ৩ নং দাতার স্বামী - মৃত শ্যামল চক্রবর্ত্তী, ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া আমরা গত ইং ১৬/১১/২০১০ তাং নবদ্বীপ A.D.S.R অফিসের ৬৫/২০১০ নং আমমোক্তার দলীল বলে নিযুক্ত করি, উক্ত আমমোক্তার গত ইং ০৪/০৩/২০১১ তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসের ২৭০৯ নং দলীল বলে ৫৪ নং সুবর্ণ বিহার মৌজার খাতিয়ান নং ২৯৮০ ও দাগ নং ২০৭২,২০৭৮ এর মোট ৩৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন নারায়ন মজুমদার পিতা - অনুকুল মজুমদার মহাশয় কে, উক্ত নারায়ন মজুমদার গত ২৪/০৩/২০১১ ও ০৪/০১/২০১৩ তাং A.D.S.R. কৃষ্ণনগর এর ৩৫৬৯ ও ১১৬ নং দলীল বলে উক্ত খতিয়ান,দাগ এর ৩৭ শতক জমি বিক্রয় করেন উজ্জল খামারিয়া পিতা - গোবিন্দ খামারিয়া সাং - সুবর্ণ বিহার, গৌরাঙ্গ কলোনী, পোঃ - আমঘাটা, থানা - কোতোয়ালী, উক্ত সম্পত্তির রেকর্ডের জন্য আবেদন করছি, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৭৪৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

ভোটার তালিকায় ১৩ হাজার শতায়ু, অর্ধেকই বেঁচে নেই, বিস্তারিত তথ্য তলব কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকায় বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি শতায়ু ভোটারের নাম রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য; অনুমান করা হচ্ছে এই শতায়ু ভোটারদের অন্তত অর্ধেক আর বেঁচে নেই। অথচ তাঁদের নাম এখনও ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে।

ফলে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে শতায়ু ভোটারদের সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) প্রতিটি ভোটার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট দেবেন। তার ভিত্তিতেই শতায়ু ভোটারদের একটি নতুন তালিকা তৈরি হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, এটি শুধু বাংলার জন্য নয়; গোটা দেশজুড়েই ভোটার তালিকা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তার অংশ হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শতবর্ষ পার করা ভোটারদের প্রতি প্রতিবার সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি দেয় কমিশন। ভোটকেন্দ্রে তাঁদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানো, সম্মান জানানো বা সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগও আগের নির্বাচনে দেখা গেছে। তবে কমিশনের মতে, শতায়ু ভোটারের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ ও তাঁদের প্রকৃত তালিকা তৈরি করলে একদিকে যেমন তথ্যের স্বচ্ছতা আসবে, অন্যদিকে ভোটার তালিকা থেকেও অনিয়ম বা বিভ্রান্তির সুযোগ কমবে।

নির্বাচন কমিশনের এক কর্তার কথায়, ভোটার তালিকায় মৃত বা অপ্রাসঙ্গিক নাম থেকে গেলে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পবিত্রতা নষ্ট করে। তাই শতায়ু ভোটারদের প্রকৃত তালিকা তৈরির উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর-২ ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি স্যাচুরেশন ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই ক্যাম্পেইনটি আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর শিব বজরং সিং এবং কলকাতার ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার রাজেশ কুমার সিং এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডিজিএম এফজিএমও মিথিলেশ কুমার এবং বারাসাত জোনের জেডএম উচ্ছব চন্দ্র পাত্র এবং এফজিএমও স্প্যানের অন্যান্য সমস্ত জোনাল ম্যানেজাররা ভার্চুয়ালি এই ক্যাম্পেইনে যুক্ত ছিলেন।

'জিএসটি বৈষম্যে বন্ধ হতে পারে ২০ হাজারেরও বেশি এমএসএমই ইউনিট'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা দেশজুড়ে প্রায় ২০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) ইউনিটের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে জিএসটি-র বৈষম্যের কারণে। করুগেটেড পেপার প্যাকেজিং শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত। বছরে প্রায় ৭ মিলিয়ন টন ক্র্যাফট পেপার ব্যবহার করে প্যাকেজিং তৈরি হয়। নতুন জিএসটি ২.০-এর অধীনে করুগেটেড পেপার বোর্ড বক্স (কার্টন, বাক্স)-এর উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এটি স্বাগত পদক্ষেপ হলেও, প্রধান কাঁচামাল ক্র্যাফট পেপার ও বোর্ডে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হওয়ায় শিল্পের উপর পড়েছে তীব্র চাপ। এর ফলে ১৩ শতাংশ বৈষম্যমূলক বোঝা বইতে হচ্ছে শিল্পকে।

ফেডারেশন অফ করুগেটেড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স -এর বক্তব্য অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে; ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জমে কাজের মূলধনে বিপুল চাপ তৈরি হবে, বাড়বে কাঁচামাল, সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ। কন্ট্রাক্ট লেবার, ভাড়া, মেরামত, পরিবহণ প্রভৃতিতে ইনপুট ক্রেডিট ফেরত না পাওয়ায় খরচ আরও ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। প্যাকেজিং খরচ বাড়ায় সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে সব প্যাকেটজাত দ্রব্যের দাম বাড়বে, যা মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করবে।

রিফান্ড প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কার্যত বিভাগের দয়ায় নির্ভরশীল হবেন, যা 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেজ'-এর পরিপন্থী। নতুন বিনিয়োগ ও অটোমেশন নিরুৎসাহিত হবে, ফলে ভারত 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ও 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়বে।

ইতিহাসে সবসময় ক্র্যাফট পেপার ও করুগেটেড বক্সকে সমান হারে শুল্ক ধার্য করা হয়েছে, যাতে শিল্প বাড়তে ও আধুনিকায়নে সাহায্য পায়। গ্রাহকদের প্রতি আবেদন; এই বৈষম্যের কারণে বাক্সের দামে অনিবার্যভাবে ৫-৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটবে।

মহালয়া শোনার জন্যে রেডিও মেকানিকের দোকানে ভিড়

বনস্পতি দে ● হুগলি

আধুনিক ডিজিটাল যুগে গ্রাম বাংলা ও শহরাঞ্চল থেকে রেডিও প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে হুগলির উত্তরপাড়ার খুব কাছে রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রঘুনাথপুর বাজারে অশোক মাঝির রেডিওর সারাইয়ের দোকান ভিড়। অনেক পুরনো দোকান। এলাকার মানুষের কাছে শোনা গেল, তিনি ন্যায্য দামে রেডিও খারাপ হয়ে গেলে মেরামত করেন। অশোকবাবুর ৩৬ বছর ধরে রেডিও সারাই করেন তিনি একজন রেডিও মেকানিক এই সঙ্গে সাউন্ড বক্স-সহ নানা রকম রেডিও ছোট-বড় মেরামত করেন।

মহালয়ার আগের দিন মঙ্গলবার তার দোকানে গিয়ে দেখা গেল, তিনি রেডিও মেরামত করছেন, অনেক রেডিও জমা হয়েছে সারানোর জন্য। অশোকবাবুর বক্তব্য, 'আগেকার দিনে কয়েকদিন আগে থেকে দোকানে খুব চাপ থাকত কাজের, রাত তিনটা পর্যন্ত কাজ করতাম মহালয়া শোনার জন্য লোকজনের খুব চাপ থাকত এখন দিন বদলেছে কেবিল টিভি এসেছে মানুষের ঘরে ঘরে রেডিও খুব কমই আছে। এই মহালয়ার সময়ে কিছুটা চাপ থাকে। এখন এই কাজ করে পেট চালানো দায় হয়ে উঠেছে একবার মনে হয় কতদিন আর এই কাজ করব কিন্তু মানুষজন ছাড়তে চায় না আমি কারও থেকে মজুরি বেশি নিই না সরকার যদি আমাদের দিকে একটু দেখতেন খুব ভালো হত।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৫ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার

আজ ঘাটে ঘাটে নজরদারি

■ আজ মহালয়া। আর এই মহালয়া থেকেই তৎপর কলকাতা পুলিশ। আর তার জন্য রাখা হচ্ছে অতিরিক্ত বাহিনীও, এমন ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বিভিন্ন ঘাটে। কারণ, এই ঘাটেই হবে তর্পণ। এই নজরদারি রাখার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। আপাতত সূত্রে খবর, শহরের ৩৮টি ঘাটে তর্পণের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ। প্রতিটি ঘাটে দু'জন করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী থাকবে। এছাড়াও দুটি স্পিড বোট ও চারটি লঞ্চ দিয়ে রিভার ট্রাফিক পুলিশ নজরদারি চালাবে। এদিকে রবিবার সকাল ৯.৪৪ মিনিটে কলকাতায় জোয়ার আসার কথা। সেই সময় বাড়তি নজর রাখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। একইসঙ্গে প্রতিটি থানা এলাকায় গঙ্গার ঘাটে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের উপর আলাদা করে জোর দেওয়া হবে। বড় বড় পুজো যেগুলি থাকছে সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সারারাত পুলিশ থাকবে। রাত ২ থেকে সকাল ৬টা পর্যন্তও থাকবে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। এদিকে এও জানা গেছে, ইতিমধ্যেই পিডব্লিইডি, কেএমসি এবং সিইএসসির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়েছে কলকাতা পুলিশের। প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে বৈঠক হয়েছে পোর্ট অথরিটির সঙ্গেও। সব মিলিয়ে পুজোকে ঘিরে পুলিশি তৎপরতা তুঙ্গে। পুজোর প্রতিটা দিন আলাদা করে জোর দেওয়া হচ্ছে মধ্যরাতের নিরাপত্তার দিকেও।

চাকরির নামে প্রতারণা

■ রেলের গ্রুপ-ডি পদে স্থায়ী চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক যুবককে প্রতারণা। অভিযোগ, যুবককে বেশ কয়েকদিন কলকাতা স্টেশনে নকল ট্রেনিং করানো হয়। শেষে সামনে আসে প্রতারণা। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। তাঁদের কাছে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে নারায়ণপুর থানার ছোট গাঁতি এলাকায় বসবাসকারী এক যুবকের সঙ্গে। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২৮ মে যুবক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, বারাসাতের একটি শপিংমলে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার পর ওই যুবক রেলের গ্রুপ-ডি পদে চাকরির 'অফার' দেন এবং চাকরির জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিতে হবে বলেও জানান। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি যুবকের বাড়িতেও এসে একই দাবি করেন। সরকারি চাকরির লোভ সামলাতে না পেরে যুবক কয়েক দফায় মোট ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা দেন ওই যুবককে। টাকা দেওয়ার পর যুবককে একটি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এদিকে এই নিয়োগপত্রে বলা হয়েছিল যে যুবককে কলকাতা স্টেশনে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এরপর তাঁকে স্টেশন সংলগ্ন একটি আবাসনে ১২ দিনের ট্রেনিং করানো হয়। ট্রেনিং শেষের পর তাকে শিয়ালদহ স্টেশনে যোগদান করার কথা বলা হয়। কিন্তু যুবকের সঙ্গে এরপর আর কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। ফোনও ধরেনি প্রতারণাকারীরা। ধীরে ধীরে যুবক বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। ধৃতদের কাছ থেকে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

ব্রেন ইটিং অ্যামিবা: আতঙ্কিত নয়, সতর্ক থাকার পরামর্শ স্বাস্থ্য দপ্তরের !

নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে জলজ এই জীবাণু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেরলে ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার প্রকোপে আক্রান্ত ৪০০ জন। শুধু তাই নয়, এই রোগ প্রাণও কেড়েছে। সূত্রে খবর, কেরলে ইতিমধ্যেই এই জলজ জীবাণুর কারণে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। তবে কলকাতা-সহ রাজ্যে এখন কেউ আক্রান্ত নেই বলেই জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে। এই অ্যামিবা নিয়ে এখনই আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর।

গতবছর ও চলতি বছরের শুরুর দিকে এ রাজ্যেও অ্যামিবা আক্রান্তের হদিস মিলেছিল। সে সময় রাজ্যে ২১ জন অ্যামিবা আক্রান্তের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। ২১ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৪ জন ভর্তি ছিলেন মল্লিকবাজার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতায়। ভর্তি থাকা ১৪ জনের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়। গতবছর এসএসকেএম-এও ভর্তি ছিলেন এক অ্যামিবা আক্রান্ত রোগী। এই অ্যামিবা নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অ্যামোবিক মেনিনগো এনসেফালাইটিস মস্তিষ্ক কুড়ে কুড়ে খায়, এটি এমন একটি জলজ জীবাণুর সংক্রমণ। এই ধরনের জীবাণু উষ্ণ, স্থির, পরিশুদ্ধ নয় এবং জলাশয়ের জলে মিশে থাকে। নাক দিয়ে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই ধরনের সংক্রমণ অত্যন্ত বিরল কিন্তু খুবই প্রাণঘাতী। এই সংক্রমণে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার গোটা বিশ্বে যথেষ্ট বেশি। শরীরে প্রবেশ করলে এই জীবাণু দ্রুত মস্তিষ্কে পৌঁছে শারীরিক সমস্যা বাড়াতে থাকে। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, অ্যামোবিক মেনিনগো এনসেফালাইটিস-এর উপসর্গ হল, জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, ঘাড় শক্ত হয়ে আসা, মাথা ঘোরানো। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে অপরিষ্কার পুকুর বা জলাশয়ে স্নান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুইমিং পুলগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যাপারেও। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে নাক দিয়ে জল কোনও কারণে শরীরে প্রবেশ করলে তা যাতে পরিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার হয়, তা নিশ্চিত করা। এদিকে এই খবর আসতেই কপালে ভাঁজ পুর প্রশাসনের। এই রোগের সঙ্গে যুঝতে আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এই প্রসঙ্গে পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র-পরিষদ অতীন ঘোষ জানান, 'কেরলের পরিস্থিতির খবর পাওয়ার পর থেকেই আমরা সতর্ক হয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এরকম কোনও রোগী এলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। গুরুতর হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে রেফার করতে হবে।' এর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, যেহেতু রোগটি জলবাহিত, তাই শহরের সমস্ত সুইমিং পুলের জল নিয়মিত পরীক্ষা চলছে। দূষিত ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক ক্লাব ও সুইমিং সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এই প্রসঙ্গে অতীন ঘোষ এও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত কোনও রোগী আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেননি। তবে প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে। জলের বিষয়ে কোনও অভিযোগ এলে ওয়াটার ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হবে।' শুধু সরকারি স্তরেই নয়, সাধারণ নাগরিকদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ, আবাসিকদের নিয়মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে হবে। অন্তত দু' থেকে তিন মাস অন্তর জল পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

স্ত্রী চাকরিজীবী হলেও খোরপোশ দাবি করতে পারেন, জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্ত্রী সামান্য চাকরি করলেও তিনি তাঁর খোরপোশ বা ভরণপোষণের খরচের জন্য অর্থ দাবি করতে পারেন, এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় নির্দেশে জানিয়েছেন, সিআরপিসি ১২৫ অনুসারে একজন স্ত্রী, তাঁর স্বামীর মতোই বা বলা যায় একইমানের জীবনযাপনের দাবি করতে পারেন। পাশাপাশি আদালত এও জানিয়েছে, স্ত্রী সামান্য রোজগেরে মানেই খোরপোশের দাবি জানাতে পারবেন না, তা ঠিক নয়। বিশেষত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন যেখানে আর্থিকভাবে স্ত্রী'র বাপের বাড়ির লোকজনের থেকে উন্নত, সেখানে স্ত্রী খোরপোশ দাবি করতেই পারেন, এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী মহিলা পানাগড়ের বাসিন্দা। কলকাতার তালতলার বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ২০১২ সালের ৪ অগস্ট। বিয়ে হয় ১৯৫৪ সালের স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে। রেজিস্ট্রি করার পর দু'জনেই নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। এরপর একাধিকবার দু'জনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেও গিয়েছেন পাশাপাশি একে অপরের বাড়িতে কিছুদিন করে থেকেওছেন। কিন্তু সেই অর্থে ঘরসংসার হয়নি। কারণ দু'জনের মধ্যে বনিবনা নাকি হচ্ছিল না। আর এখানেই মহিলার দাবি, তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেটির পরিবারের লোকজন তাঁকে জোর করে কলকাতার তালতলার বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। এমনকী বিবাহবিচ্ছেদ করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

বাধ্য হয়ে মামলাকারী ২০১৩ সালের ১৬ অগস্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। একাধিকবার তিনি কলকাতার তালতলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। এমনকী তাঁর স্ত্রী ধন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে সিআরপিসি ১২৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা খোরপোশ দাবি করে মামলা দায়ের করেন তিনি। ২০১৫ সালে নিম্ন আদালত মহিলার দাবি মেনে নিয়ে মাসিক ৪ হাজার টাকা করে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেন স্বামীকে। মামলা করার খরচ হিসেবে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে কলকাতা হাইকোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। এরপর ২০২৩ সালের ৮ জুন কলকাতার পারিবারিক আদালতে মুখ্যবিচারক এক নির্দেশে স্ত্রী'র এই খোরপোশ আবেদন বাতিল করে দেন। এই নির্দেশের পরই বাধ্য হয়ে ওই মহিলা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালতে ছেলেটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাঁর পরিবার মহিলার পরিবারের থেকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, উন্নত। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোনও ইনকাম বা রোজগার নেই। প্রশ্ন তোলা হয়, তিনি কীভাবে খোরপোশের টাকা দেবেন। একইসঙ্গে এও জানানো হয়, তাঁর স্ত্রী রোজগার করেন। মাসিক ১২ হাজার টাকা পান। তিনি ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজেই করতে পারেন। কিন্তু বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, একজন শক্ত সমর্থ্য যুবক তিনি এইভাবে তাঁর আইনি দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারেন না।

পাশাপাশি আদালত জানায়, বেকার যুবক কিছু করে না-বলে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন না। ওই যুবকের মনে রাখা উচিত, স্ত্রীকে কার্যত রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন স্ত্রী কিছু রোজগার করেন বলে স্ত্রীর প্রতি যে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তা ওই যুবক অস্বীকার করতে পারে না। সেই কারণে আদালত নির্দেশ দিচ্ছে স্ত্রীকে প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখ মাসিক ৪ হাজার টাকা করে খোরপোশ দিতে হবে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, এতদিনের বকেয়া টাকা, ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ১২ কিস্তিতে মিটিয়ে দিতে হবে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেড় বছরের শিশু কন্যার মৃত্যু ঘিরে শনিবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো ব্যারাকপুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নৈহাটি সাহেব কলোনি এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর দাসের দেড় বছরের শিশু কন্যার গায়ে গরম তেল পড়ে যায়। শিশু কন্যাকে প্রথমে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ওকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে শিশুটিকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু শিশু কন্যাটির পরিবারের সদস্যরা কলকাতায় না নিয়ে গিয়ে, ওকে ব্যারাকপুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। অভিযোগ, শনিবার সকালে আচমকাই শিশুটির শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শিশুটির মৃত্যু হয়। এরপর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হন

মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন। শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে ওই বেসরকারি হাসপাতালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত শিশু মা প্রিয়াঙ্কা দাসের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এমনকী তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। মোহনপুর থানার পুলিশ এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেন। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুটিকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল। তবুও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি।

যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝিলের পাশে বসানো হবে ফেন্সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ঝিলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর। এরপরই নড়েচড়ে বসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার তারা চান ঝিলের পাড় সংস্কারের কাজ করতে। আর সেই পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঝিলের পাড়ের ঝোপঝাড় কেটে ফেলা। শুধু তাই নয়, উঁচু ফেন্সিংও দেওয়া হবে। যাতে ঝিলের ধারে গিয়ে কেউ অসাবধানতাবশত জলে পড়ে না যান।

গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট লাগোয়া ঝিল থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি তবে এই ঘটনায় প্রশ্ন একাধিক। অসাবধানতাবশত তিনি ঝিলের জলে পড়ে যান নাকি তাঁকে ঠেলে ফেলা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন যেমন উঠেছে ঠিক তেমনই মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁকে। অনামিকার বাবা স্পষ্টই জানিয়েছেন,

তাঁর মেয়েকে ঝিলের জলে ঠেলে ফেলা হয়েছে। আবার ওই ঘটনার পর যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরে মদের আসর বসার অভিযোগও উঠেছে। যার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফের এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসের মধ্যে মাদক সেবন নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। ক্যাম্পাসের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে মদের আসর বসে বলে অভিযোগ। সেজন্য ঝোপঝাড় পরিষ্কারে টেন্ডার ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষদিন। তারপর পুরো ক্যাম্পাসের ঝোপঝাড় পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে।

জোড়া সাগর দুর্গা উৎসব কমিটির প্যান্ডেলে চলছে মণ্ডপ সজ্জার কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

সাক্ষী লোপাটের জন্যই সাহেবকে খুন করা হল, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার বিকেলে শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার রাহুতায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারের কালভার্টের নীচ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। সূত্র বলছে, মৃতের নাম শেখ সাবির ওরফে সাহেব। খাসির মাংস বিক্রেতা হীরা কুরেশী খুনে মূল অভিযুক্ত এই সাহেব। প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে জগদ্দল থানার উচ্ছেগড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে কালভার্টের নীচ থেকে কাঁকিনাড়ার মানিকপীরের বাসিন্দা ইশতিয়াক কুরেশী ওরফে হীরার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পথে রশিদ কলিম ওরফে পিন্টু এবং ঝন্টু মিস্ত্রি ওরফে মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জেরা করে তবারক নামে আরও একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, পিন্টুর পরিকল্পনা অনুযায়ী তবারক ও সাহেব হীরা কুরেশীকে খুন করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত তবারক জানিয়েছে, খুনের পর সে কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সাহেব কালভার্টের নীচ থেকে বেরোতে পারেনি। তবারকের এই যুক্তি আদৌ সত্য কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও পরপর দেহ

উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা তথা পুরসভার ঠিকাদার শওকত আলি তবারক ও সাহেবকে দিয়ে হীরাকে খুন করিয়েছিল। সেই শওকত আলি ঘটনার সাক্ষী লোপাটের জন্য সাহেবকেও খুন করিয়ে দিলেন। তাঁর দাবি, দুটি ঘটনার নেপথ্যের মূল মাথা এই শওকত আলি। যিনি ভাটপাড়া থানার আইসি-র ব্যবসায়িক অংশীদার। শওকত আলি-সহ তৃণমূল নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভাটপাড়া থানার আইসি-র জন্মদিনের কেক কাটার ছবি প্রকাশ্যে আনেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়ায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বেআইনি নির্মাণ কার্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন এই শওকত। তাঁর বক্তব্য, হীরা কুরেশী খুনের ঘটনায় তাঁর পরিবারের তরফে চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ পিন্টু ও ঝন্টুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা নিয়েছিল। পরবর্তীতে তবারক ও সাহেবের নামেও থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। কিন্তু হীরার পরিবারকে চাকরির টোপ দিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, মানিকপীর ও নয়াবাজার এলাকায় পুরসভার অনুমতি ছাড়াই দেদার বেআইনি নির্মাণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন শওকত আলি। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধার থেকে পরপর দেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, মরছে তৃণমূল, মারছে তৃণমূল। মরছে মুসলমান, মারছে মুসলমান। আর মজা দেখছেন মমতা ব্যানার্জি আর পার্থ ভৌমিক। ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, দেহ উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। তাঁর দাবি, ভাটপাড়া-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগের তুলনায় খুনের ঘটনা অনেক কমেছে।

কুমোরটুলি: উৎসবের হাওয়ায় মিলিত ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের ফটোগ্রাফি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুমোরটুলি: বাংলা ক্যালেন্ডার বলছে এখনও ভাদ্র শেষ হয়নি, যদিও কলকাতার কুমারটুলিতে শুরু হয়ে গেছে আশ্বিন উৎসব। পুজোর দিনগুলিতে যেমন প্রতিমা দর্শনের ঢল নামে, তেমনই নতুন প্রজন্মের আগমন আজ এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। রাস্তার পটের বিবি থেকে শুরু করে মা দুর্গার মূর্তি, তরুণ তরুণীরা ডিএসএলআর ক্যামেরা এবং মোবাইল নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল। কেউ বা পুজোকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ফটোশুটের আয়োজন করছেন।

সংস্কৃতিবিদ ও স্থানীয় পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, এই দৃশ্য বাঙালির বর্তমান প্রজন্মের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছেন। তবে প্রশ্ন জাগে, এই ফটোগ্রাফি কি পুজোর মূল ভাবমূর্তিকে রক্ষা করছে, নাকি তা কেবল ভিজ্যুয়াল প্রমাণ ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সীমাবদ্ধ?

পুরনো প্রজন্ম মনে করেন, পুজো মানে প্রার্থনা, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক সংযোগ। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে তা শৈল্পিক প্রকাশ, স্মৃতি সংরক্ষণ এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যম। ফটোগ্রাফি এবং ভিডিও শেয়ারিং আজ পুজোর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। ফলে, দর্শন ও ভক্তির জায়গায় কখনও কখনও প্রাধান্য পাচ্ছে ভিজ্যুয়াল আকর্ষণ।

যদিও সমালোচনার বিষয় রয়েছে, এই প্রবণতাকে নতুন প্রজন্মের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের অংশ হিসেবেও দেখা যায়। তারা ঐতিহ্যকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করছে।

ফলস্বরূপ, কুমোরটুলির আজকের উৎসব প্রমাণ করে যে, বাঙালির বর্তমান প্রজন্মের ঐতিহ্য কেবল পুজো নয়; এটি প্রযুক্তি, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার এক জটিল সমাহার, যা সাংস্কৃতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করছে।

গ্রেপ্তার ভুয়ো কলসেন্টারের পান্ডা

■ বিলাসবহুল জীবনযাপন। ফ্ল্যাট, ডুপ্লেক্স, ভিলা, গ্যারেজ ভর্তি মাল্টিপল প্রিমিয়াম গাড়ি, সোনার গয়না ও হীরে সবই আছে। পেশা দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ। এই নাম, পরিচয় এবং জীবনযাত্রার আড়ালে বছর খানেক ধরে কলকাতা পুলিশের নজর এড়িয়ে কলসেন্টার খুলে প্রতারণা চালাচ্ছিলেন ইমরান কুরেশি ওরফে 'স্যাঙ্কি ওয়াটসন'। শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ল ওই প্রতারক। এদিকে দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজি চলার পরও ধরা যাচ্ছিল না 'স্যাঙ্কি ওয়াটসন'কে । তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস আগেই জারি করেছিল পুলিশ। শেষ পর্যন্ত বাবার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর দুবাই থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তই তাঁকে ধরিয়ে দেয়। কলকাতা বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জানা যাচ্ছে, স্যাঙ্কি ওয়াটসন কলকাতার বন্দরের গার্ডেনরিচ এলাকার বাসিন্দা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুবাইতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালীন স্টেডিয়ামের দর্শক আসনে তাঁকে দেখা গিয়েছিল বলিউডের এক আইটেম গার্লের সঙ্গে। এদিকে গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এই খবরও ধৃতের কুখ্যাতি আরও বাড়িয়েছে। স্যাঙ্কি ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি চক্র কলকাতা, সল্টলেক, নিউটাউন, হাওড়া ও আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকায় অবৈধ কল সেন্টার চালু করে। বিদেশি গ্রাহক, মূলত মার্কিন নাগরিকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতাতে শুরু করে। স্যাঙ্কি ও তাঁর টিম নিজেদের মাইক্রোসফট সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণা চালাত। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই কলকাতার গার্ডেনরিচ ও পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার দুই কল সেন্টারে ধরা পড়ে প্রতারণার একটি বড় চক্র। ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদে 'কিংপিন' হিসেবে স্যাঙ্কি ওয়াটসনের নাম উঠে আসে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধে প্রাক্তন বিচারপতির ফর্মুলা কতটা কার্যকরী?

রাজ্য বনাম রাজ্যপাল, এই বিরোধ ভারতীয় গণতন্ত্রের এক চেনা ছবি। কিন্তু এই বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া তো অনেক দূর, উল্টে যতদিন যাচ্ছে বিরোধ বেড়েই চলেছে। সরকারের দূরত্ব বাড়ছে রাজভবনের সঙ্গে। সম্প্রতি তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় সেই বিরোধে নতুন মাথা যোগ করেছে। এই আবহে এবার সব রাজনৈতিক দলকে নিয়মিত সাংবিধানিক বৈঠকের পরামর্শ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রোহিন্টন ফলি নরিম্যান। সম্প্রতি কলকাতায় এসে এক অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন তিনি। বলেন, সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের শপথবাক্য একই। দু'জনেরই কর্তব্য সংবিধান ও জনগনের স্বার্থরক্ষা করা। অথচ দু'জনের নিয়োগ বা অপসারণের পদ্ধতি পুরোপুরি আলাদা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিন্তু রাজ্যপাল মনোনীত। রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ও বিধানসভার সাংসদও বিধায়করা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। কিন্তু রাজ্যপালকে নিয়োগ করে কেন্দ্র। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের একমাত্র পথ সংসদে আনা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব। রাজ্যপালকে ইচ্ছে করলেই রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়। একারণেই রাজ্যপাল বরাবরই নিয়োগকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। তাঁর মত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এরমধ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে। দেশজুড়ে তৈরি হওয়া এই বিরোধের স্থায়ী মীমাংসায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাংবিধানিক বৈঠকের প্রয়োজন। সেখান থেকে কোনও সমাধানসূত্র মিলতে পারে। একের পর এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ও সাংবিধানিক ধারার প্রসঙ্গে বলেন, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল ফেরত পাঠানোর পর ফের পাশ হয়ে অনুমোদনের জন্য আসলে তা কতদিন আটকে রাখা যাবে, তার স্পষ্ট কোনও সময়সীমা নেই। তবে সেই বিল ফেরত পাঠালে রাজ্যপাল অনুমোদন দিতে বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে বাধ্য। এটাও বড় সমস্যা। এখন তাঁর নতুন টোটকা কতটা কার্যকরি হয় সেটাই দেখার।

শব্দবাণ-৩৯৫

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লুণ্ঠন ২. কাঠের মিস্ত্রি ৫. যুদ্ধ ৮. দফারফা, শেষ ৯. পথ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. খোঁজ ৩. ভ্যাদা মাছের অন্য নাম ৪. ওইরকম ৬. বন্ধুর স্ত্রী বা মেয়ে বন্ধু ৭. রীতি,ধারা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৪

পাশাপাশি: ১. চোখের দেখা ৪. পটু ৫. টনক ৭. লখাই ৯. ডেরা ১১. জনবসতি।

উপর-নীচ: ১. চোটপাট ২. রবি ৩. খাপরেল ৬. কবিরাজ ৮. ইতিউতি ১০.ধব।

জন্মদিন

আজকের দিন

করিনা কাপুর

১৯৫৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গুলশন গ্রোভারের জন্মদিন।
১৯৬৪ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিনা কাপুরের জন্মদিন।

মহালয়া থেকে মহাপূজার আয়োজন

রূপম চক্রবর্ত্তী

ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ ভক্ত সজ্জনদের কাছে মহালয়া তিথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহালয়া এলেই বাংলার মাটি-নদী ,আকাশ প্রস্তুত হয় মাতৃপূজার মহালগ্নকে বরণ করার জন্য। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে বিভিন্ন পূজা মন্ডপে এবং সনাতনী সম্প্রদায়ের অনেক বাড়িতে মহালয়া তিথিতে মাংগলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডী পাঠ আর মাতৃ সংগীত শুনতে শুনতে মহালয়া শুরু হয়। দেবীমাহাত্ম্যম্ শাস্ত্র থেকে স্তোত্র পাঠ করার জন্য অনেক ভক্তরা মহালয়ার দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। এই মহালয়া সম্পর্কে আমাদের সবার জানা দরকার। মহালয়া তিথি সনাতনী সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কাশফুল ফুটলে শরৎ আসে, না শরৎ এলে কাশফুল ফুটে এসব নিয়ে বিস্তর তর্ক চলতে পারে। কিন্তু মহালয়া এলেই যে দূর্গাপূজা এসে যায়, তা নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। মহালয়া এলেই সেই দেবী-বন্দনার সুর ধ্বনিত হয় বাংলার হৃদয়ে। দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ। বুকের মধ্যে জাগে আনন্দ-শিহরিত কম্পন, মা আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকে ভক্তকূল।

মহালয়া ' শব্দটির অর্থ- মহান যে আলয় বা আশ্রয়। 'মহালয়া' শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এই দিনেই পিতৃপক্ষের অবসান হয় এবং অমাবস্যার অন্ধকার দূর হয়ে আলোকময় দেবীপক্ষের শুভারম্ভ হয়। এখানে দেবী দুর্গাই হলেন সেই মহান আলয় বা আশ্রয় । মহালয়া শব্দের আরও একটি আক্ষরিক সমার্থ হলো 'আনন্দ নিকেতন'। দেবী মায়ের আগমনী সুরে আনন্দের বার্তা আসে পৃথিবী জুড়ে। দেবীপক্ষের সূচনাকালেই ধরাধামে আবির্ভূত হন দুর্গা। মহালয়া থেকে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। যেহেতু চাঁদের হিসেবে প্রতি অর্ধমাসে একবার করে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হয়, তাই দেবীপক্ষের সমাপ্তি যে পঞ্চদশ দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমায়, এই দিনটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এ দিনটিতে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করে থাকেন। দুর্গাপূজা মূলত পাঁচদিন ব্যাপ্তির পূজো হলেও মহালয়া থেকেই প্রকৃত উৎসবের সূচনা। মহালয়ার পূর্বের ১৫ দিন এবং মহালয়ার পরের ১৫ দিন সনাতনী সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং মাতৃ আরাধনায় নিজেদের সমর্পিত করেন। সনাতন ধর্মের ইতিহাস অনুযায়ী, সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করলে পিতৃপক্ষের সূচনা হয়। মানুষের বিশ্বাস, এসময় পূর্বপুরুষরা পিতৃলোক ছেড়ে করে তাঁদের উত্তরপুরুষদের বাড়িতে অবস্থান করেন। পরে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করলে, তাঁরা পুনরায় পিতৃলোকে ফিরে যান। পিতৃগণের অবস্থানের প্রথম পক্ষে তাঁদের উদ্দেশে তর্পণ করতে হয়।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, জীবিত ব্যক্তির পূর্বের তিন পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোকে বাস করেন। এই লোক স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। পিতৃলোকের শাসক মৃত্যুদেবতা যম। তিনিই সদ্য মৃত ব্যক্তির আত্মাকে মর্ত্য থেকে পিতৃলোকে নিয়ে যান। পরবর্তী প্রজন্মের একজনের মৃত্যু হলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের একজন পিতৃলোক ছেড়ে স্বর্গে গমন করেন এবং পরমাত্মায় (ঈশ্বর) লীন হন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উর্ধ্বে উঠে যান। এই কারণে, কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তির পূর্ববর্তী তিন প্রজন্মেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী তিন পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও জল প্রদান করা হয়, তাদের নাম উচ্চারণ করা হয় এবং গোত্রের পিতাকে স্মরণ করা হয়। এই কারণে একজন ব্যক্তির পক্ষে বংশের ছয় প্রজন্মের নাম স্মরণ রাখা সম্ভব হয় এবং এর ফলে বংশের বন্ধন দৃঢ় হয়। ড্রেক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিক উষা মেননের মতেও, পিতৃপক্ষ বংশের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। এই পক্ষে বংশের বর্তমান প্রজন্ম পূর্বপুরুষের নাম স্মরণ করে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পিতৃপুরুষের ঋণ হিন্দুধর্মে পিতৃমাতৃঋণ অথবা গুরুঋণের সমান গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্র বলছে, দ ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ / পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ।।দ

তর্পণ শব্দটির সাথে হয়তো সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের বাইরে অন্যরা সেভাবে অনেকে পরিচিত নয়। তর্পণ মানে কাউকে সন্তুষ্ট করা, খুশি করা। সনাতন ধর্মে কোনো শুভ কাজ করতে গেলে পূর্বপুরুষ সহ সমগ্র জীব-জগতের জন্য তর্পণ করতে হয়। তর্পণের মন্ত্রের ভিতরই নিহিত রয়েছে সেই নির্দেশ- আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ/ তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহোদয়ঃ/ আব্রহ্মাস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু। অর্থাৎ, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, নরগণ , ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আমা কর্তৃক প্রদত্ত অন্নজলে তৃপ্তিলাভ করুন। এই হল তর্পণের গূঢ় কথা। শাস্ত্র বলে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম- অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। ভগবান শ্রীরাম যখন রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের জন্যে লঙ্কায় যান, তার পূর্বে তিনিও তর্পণ করেছিলেন। যারা নির্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ করতে ভুলে যান, তারা এই দিনে শ্রাদ্ধ করতে পারেন। এ সম্পর্কে মহাভারতে একটি কাহিনী বর্ণীত আছে যে প্রসিদ্ধ দাতা কর্ণের মৃত্যু হলে তার আত্মা স্বর্গে গমন করলে, তাকে স্বর্ণ ও রত্ন খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্ণ ইন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র বলেন, কর্ণ সারা জীবন স্বর্ণই দান করেছেন, তিনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কোনোদিন খাদ্য প্রদান করেননি। তাই স্বর্গে তাকে স্বর্ণই খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। কর্ণ বলেন, তিনি যেহেতু তার পিতৃগণের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পিতৃগণকে স্বর্ণ প্রদান করেননি। এই কারণে কর্ণকে ষোলো দিনের জন্য মর্ত্যে গিয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পক্ষই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত হয়।এই কাহিনির কোনো কোনো পাঠান্তরে, ইন্দ্রের বদলে যমকে দেখা যায়।

পন্ডিতগণ বলেন মহালয়ার দিনে মৃত সকল ব্যক্তির আত্মাদের ধরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রয়াত সকল আত্মার যে মহা এক সমাবেশের সৃষ্টি হয়, তাহাকে মহালয় বলা হয়। মহালয় থেকে মূলত মহালয়া শব্দটি এসেছে। মহালয়া পক্ষের পনেরোটি তিথি আছে। তাদের নাম হল, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও অমাবস্যা। সনাতন মতে, যে ব্যক্তি তর্পণে ইচ্ছুক হন, তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুর তিথিতে তর্পণ করতে হয়। যাঁরা নির্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ করতে ভুলে যান, তাঁরা এই মহালয়ার দিনে শ্রাদ্ধ করতে পারেন। এই দিন গয়ায় শ্রাদ্ধ করলে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। উল্লেখ্য, গয়ায় সমগ্র পিতৃপক্ষ জুড়ে মেলা চলে। আর বাংলায় মহালয়ার দিন দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। বিশ্বাস অনুযায়ী, এইদিন দেবী দুর্গা মর্ত্যলোকে আবির্ভূতা হন।

আমাদের ধর্মবিশ্বাস মতে, অশুভ শক্তির বিনাশ আর ধর্ম রক্ষায় যুগে যুগে মর্ত্যলোকে মায়ের আবির্ভাব হয়েছে। যার ধারাবাহিকতাতেই অসুরকূলের হাত থেকে দেবগণকে রক্ষায় দেবী দুর্গার আগমন ঘটেছিল।

মহালয়ার দিনে দেবী দুর্গার বোধন করা হয়, বোধন অর্থ জাগরণ। তাই মহালয়ার পর দেবীপক্ষের/শুক্লপক্ষের প্রতিপদে ঘট বসিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজার সূচনা করা হয়। শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিনায়ণ, দক্ষিণায়ণ দেবতাদের ঘুমের কাল। তাই বোধন করে দেবতাদের জাগ্রত করা হয়। মহালয়ার পর প্রতিপদে যে বোধন হয় সে সময় সংকল্প করে দুর্গাপূজার আয়োজন চলে। একে বলে কল্পারম্ভা, যদিও ষষ্ঠী থেকে পূজার প্রধান কার্যক্রম শুরু হয় তাই বলা হয় ষষ্ঠাদিকল্পারম্ভা। এবং সপ্তমী থেকে বিগ্রহতে। প্রতিপদ থেকে শুধু ঘটে পূজা ও চন্ডী পাঠ চলে। মহালয়া থেকে দেবীপক্ষ আমাদের সনাতনী সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনগুলোতে আমরা মাতৃ চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমাদের আচরণে মাতৃ শক্তির যেন কোনো অবমাননা না হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মায়ের কাছে প্রার্থনা হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে প্রানের ভক্তিরসে আলোকিত হোক দিকে দিকে এবং তোমার আবির্ভাবে ধরনী হোক প্রাণময়ী।

অভয়া বিচারহীন, বিচার চলছে ডাক্তারদের

অশোক অধিকারী

জীবনানন্দ লিখেছিলেন,তশোনো এ মৃতের গল্প ।দ আর জি করের নির্যাতিতা পড়ুয়া চিকিৎসকের হত্যা কান্ডের বছর পেরিয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে আন্দোলন,রাত্রি জাগরণ,মিছিল মিটিং সভা,গ্রাফিতি আঁকা,অনশন,দ্রোহের কার্নিভাল সব কিছু পেরিয়ে একটি মেয়ের মৃত্যু যে এভাবে সমাজকে আলোড়িত করতে পারে,স্বাধীনতার পরে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে দেশের মানুষ। নিন্দুকেরা বলছে,সরকারের চালে কিস্তিমাত তাই আন্দোলনে ছানা কেটে গেছে! সরকার সবাইকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে ।এখন আর জি কর আন্দোলন শুধু অভয়ার মা-বাবার! সবাই মুখে বলছে, 'পাশে আছি'। কিন্তু,এক বছর পরেও যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন গুলি (প্রতি মাসের ৯ তারিখ) অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের দিনকে স্মরণে রেখে পালিত হচ্ছে, তাতে সাধারণের উপস্থিতি সন্দেহ নেই অনেকটাই ক্ষীয়মান। বিশেষত একবছরের প্রথম ৯ আগস্ট যেমন আন্দোলন সংখ্যার বিচারে অনেকটাই কমেছে,তেমনই তাতে উপস্থিতির হারও যথেষ্ট কমেছে;এই সব দেখে শুনে রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট মানুষজন,প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার একটা বড় অংশ খুব কম সময়ই ব্যয় করছে আরজিকর আন্দোলন নিয়ে। তাদের টিআরপি ঘটনা ঘটার সময় যা বেড়ে যাওয়ার তা বেড়েছে, বর্তমানে সেই লক্ষে এক লাইন লিখতে গেলে বা মিডিয়ায় দেখাতে গেলে তাঁদের অনেক ভেবে চিন্তে অগ্রসর হতে হচ্ছে ।অভয়ার হত্যায় শুধু একজনই (সঞ্জয় রায়) দাগী আর বাকিরা অদাগী বা আর কেউ এই ঘটনার পিছনে নেই এই অপ্রাপ্তমনস্ক অথচ শয়তানি সিদ্ধান্তে যাঁরা সিলমোহর দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন তাঁরা ভুলবেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা,ততোমার অন্যায়ে যেন এ অন্যায় হয়েছে প্রবল ।দএখন ক্ষমতায় থাকা মানুষজন একটি আপ্তবাক্যে খুব বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন,'আইন,আইনের পথে চলবে।' তথাকথিত সেই (স্বতঃপ্রণোদিত) পথে আইন হাঁটছে না দৌড়চ্ছে তা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি ।কিন্তু মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না গত বছরের ৯আগস্ট ও ১৪ আগস্ট অভয়া হত্যাকান্ডের সঙ্গে সঙ্গে আর যে যে ঘটনা গুলি উপর্যুপরি ঘটেছিল(মৃতদেহ দ্রুত দাহ করে দেওয়া,সন্দীপ ঘোষের প্রাইজ পোস্টিং, হাসপাতালে ভাঙচুর,বাথরুম ভাঙা ইত্যাদি) তার কোনো সদুত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

প্রশাসনের উপর্যুপরি ব্যর্থতা,ঘটনা সামাল দিতে একটার পর একটা ভুল নির্দেশিকা,কমিটি গঠন,ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অকুস্থলে যাওয়া,দুর্মূল্য সম্পত্তির ভাঙচুর তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্যে,দুষ্কৃতির হাত থেকে বাঁচতে পুলিশের রোগীর বিছানায় বা ওয়াশ রুমে আশ্রয় নেওয়া-সবই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লুকানোর ছলে যা প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষ নবান্ন ও লালবাজারের হাসপাতাল ও চিকিৎসক সহ নার্সদের সুরক্ষায় জারি করা ১৭ ও ১৬ দফা নির্দেশ যাকে একটি অবৈজ্ঞানিক ভাবনাপ্রসূত নির্দেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না ।রাত্তিরে মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলতে গিয়ে'রাত্তিরের সাথী'নামক নির্দেশিকায় যেখানে বলা হয়েছে,মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া, জোড়ায় জোড়ায় ডিউটির ব্যবস্থা, ১২ঘন্টার বেশি ডিউটি না দেওয়া, মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে উঠে যায় রাজ্যের কেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মহিলাদের তাদের নিজস্ব কাজ সেরে অ্যাপ-ক্যাব বা নিজস্ব গাড়িতে অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে হয়-তাহলে তাদের সুরক্ষার কী হবে ।তাহলে মেয়েদের রাত্রে বাড়িতে আটকে রাখার মধ্যে আমরা কি মধ্যযুগীয় একটি ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাইছি! সরকার কি প্রকৃত অর্থে মেনে নিলেন যে আমাদের রাজ্যে নারী সুরক্ষা তলানিতে! প্রসূতি মা বা অসুস্থ মেয়েদের যে আশাকর্মীরা রাত বিরেতে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান তাঁরা যখন এই নির্দেশিকা শোনার পর বলেন,খরাতের দায়িত্ব থেকে তাঁরা কোনোভাবেই সরে থাকতে পারে না ।সে সুযোগই তাদের নেই। তাতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা আরও কমবে ।প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কাও বাড়বে। আশাকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছেন,রাতের ডিউটির সময় তাঁদের নিরাপত্তাটুকু যেন নিশ্চিত করে সরকার। আশাকর্মীদের হাসপাতালের ভিতরে আলাদা ঘরের ব্যবস্থার দাবি উপেক্ষা করে সরকার রাতে মহিলাদের কাজ করতেই নিষেধ করছে।' মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারছেনা বলেই তাদের ঘরমুখো করে রাখার মধ্যে 'অর্ধেক আকাশ'র গরিমায় অপমানের কালি লেপে দিতে চেয়েছিল সরকার।

এই সব ঘটেছিল সরকারি নির্দেশনায়। আমরা সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম ডাক্তারদের আন্দোলন অন্য মাত্রা পেয়েছিল নাগরিক সমাজের সমর্থন পেয়ে। আন্দোলনের মেজাজে সরকারের পুলিশ প্রশাসন,স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, আমলার দল এমনকি শাসক দল বেকায়দায় পড়ে নীরবতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ।'গেল গেল'রব উঠেছিল সরকারের অন্দরে ।গত চোদ্দ বছরে এতটা বিপর্যস্ত হতে দেখা যায় নি সরকারকে। কিন্তু তার মধ্যেও 'সময় কেনার'আপ্তমনস্কতায় সরকারের প্রধান যে অতীতচারী হয়ে উঠছিলেন তা বুঝে উঠতে আমাদের সময় লাগেনি। একটি সংগঠনের পাল্টা সংগঠন গড়ে দেওয়ার মতো কিছু কিছু কাজ খুব সুচতুর উপায়ে তারা চারিয়ে দিচ্ছিল ডাক্তারদের আন্দোলনের অভিমুখে ।ডাক্তারদের গোষ্ঠীতে ভেঙে দেওয়া,পাল্টা কথাবার্তা চালানো এসব তাঁরা নিভৃতে করতে লাগলেন ।শাসক দলের যাঁরা পোস্টার বয় হয়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন,ছেলে মেয়ে নিয়ে ফ্লেক্স টাঙিয়ে বসেছিলেন তাঁরাও ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন ।ক্ষমা চেয়ে দলে ফিরলেন। নাগরিক আন্দোলনের মানুষজন যে যার নিজের নিজের কাজে ফিরে গেলেন ।তথাকথিত 'আর না'বলা মানুষেরা মিডিয়ায় প্যানেল ডিসকাশনে ভেসে রইলেন। যাঁরা একদিনও রাস্তায় নামেননি তাঁরা চ্যানেলে বসে আন্দোলনের অ আ ক খ শেখাতে শুরু করে দিলেন! এত উপাদান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি এই আন্দোলনকে দানা বাঁধাতে পারলেন না ।সরকার যখন রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে চাইছে আরজিকর আন্দোলনকে তখন ডাক্তাররা এ আন্দোলন 'অরাজনৈতিক' থাকবে বলে জিদ্ ধরে রইলেন। সরকার সুযোগ বুঝে একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি,হাসপাতালের দুর্নীতির অবসান, কলেজের নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণা, তারা যেন জলে ভিজে শরীর খারাপ না করে ইত্যাদির মতো আকর্ষনীয় ও সহানুভূতিসূচক কথা বার্তা দিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলনে জল ঢালার ব্যবস্থা করলেন। মেয়েদের ওপর নির্যাতন কিন্তু থেমে থাকল না ।অতিরিক্ত তৎপরতায় একটার পর একটা ধর্ষণে টপটপ করে অপরাধী ধরে বিচার সম্পন্ন করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়ে গেল ।আমরা ভাবতে শুরু করলাম-এটাই তো সরকারের কাজ! এদিকে ক্রমশ পিছু হটতে লাগল অভয়ার বিচার ।অন্দরে তৈরি হতে লাগল আন্দোলনকারীদের জব্দ করার ব্লুপ্রিন্ট। সিবিআই রাজ্য পুলিশের তদন্ত করা ফাইলটাকেই নিজেদের ফাইল বলে জমা করল আদালতে। আদালত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আদেশ না দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখে এই ঘটনার ইতি টানলেন না সত্য, কিন্তু একটা বছর পরেও কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই একটা করে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা করেই নিজেদের দায়িত্ব সারছেন। আর অভয়ার মা বাবা মেয়ের মৃত্যু কাতরতা বুকে চেপে এ আদালত থেকে সে আদালতে দৌড়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মুখ গুলির মুখোমুখি হয়ে নিজেদের মেয়ের বিচার চেয়ে অসহায় ভাবে ঘুরছেন। সিবিআই প্রধানাকে (সীমা পাহুজা) দেখতে পেয়ে প্রকাশ্য চিৎকারে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, 'এই হচ্ছে শয়তান, এই হচ্ছে মেন কালপ্রিট।' মা বাবার ধিক্কারের ভাষা বিচারের বাণী হয়ে কেঁদে ফিরছে ।নিজের হাসপাতালে একজন পড়ুয়া চিকিৎসক নৃশংস ভাবে ধর্ষিতা ও খুন হয়ে তার সামনের উজ্জ্বল জার্নি শেষ করে শব হয়ে গেল আর একটি সরকার ক্রমান্বয়ে বলে যেতে লাগল, তমানুষ আমাদের সঙ্গে আছে ।দমানুষ সঙ্গে থাকলেও সব অপরাধ যে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় না ইতিহাসে তা লেখা আছে!

অভয়ার বিচার ছিনিয়ে আনার লড়াই কী তবে শুধু বাবা মা'র, আর ডাক্তারদের। আর কিছু নাগরিক মুখের! ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাক্তারদের একের বেশি সংগঠন, নাগরিক সমাজের মধ্যেও শতাধিক সংগঠন জন্ম নিয়েছে সত্য। এই আন্দোলনের জোয়ারে যেমন ডাক্তার অনিকেত, দেবাশিস, আসফাকুল্লা, পরিচয়, রুমেলিকা সহ এই প্রজন্মের মুখগুলি সামনের সারিতে এসেছে, তেমনই পরিণত প্রজন্মের এক ঝাঁক ডাক্তারদের (পুণ্যব্রত গুণ, মানস গুমটা, সুবর্ণ গোস্বামী, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল বিশ্বাস, তমোনাশ চৌধুরী, কৌশিক চন্দ ইত্যাদি) পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখেছে। আন্দোলনের মুখ হয়ে জুনিয়র সিনিয়র ডাক্তাররা রোল মডেল হয়ে উঠেছেন। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করে সরকার তার প্রতিহিংসার খেলা শুরু করেছে। একদিন যে ডাক্তাররা আন্দোলনে ছিলেন বলে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এই দোষে তাঁদের বিরুদ্ধে নানা কথা, প্রশাসনিক নিয়মের ফতোয়ার কথা শুনিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করেছিলেন এখন তা কাগজে কলমে রূপান্তরিত হয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ হয়ে 'শমন' হাতে এসে দাঁড়াচ্ছে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের দরোজায়। কখনও রাতের অন্ধকারে গুচ্ছের পুলিশ তাঁদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিতে সটান বাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছে,কখনও আন্দোলনের টাকা কোথা থেকে আসছে, কে দিচ্ছে, কোন অ্যাকাউন্টে থাকছে বলে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ।কারা অনশনের মঞ্চ বেঁধে দিয়েছে,কোন ডেকরেটর এই সব সামগ্রী সরবরাহ করেছে,কে মাইক দিয়েছে ইত্যাদির কথা তুলে তার খোঁজ চালানো হচ্ছে; আর এখন আন্দোলনের মুখ সেই সব ডাক্তারদের শাস্তি হিসাবে পরিকাঠামো হীন দূরবর্তী স্থানে কখনও রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে তাঁদের বদলি করা তো হয়েছেই আবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো সেই সব স্থান থেকে কলকাতায় তাঁদের থানায় তলব করা হচ্ছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে জেরা করা হচ্ছে। কারণ হিসাবে কর্তব্যে অবহেলা ও রাস্তা অবরোধ করে মিছিল মিটিং করে সাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে ছিলেন তাঁরা ।এর বাইরেও হাবিজাবি অভিযোগ এইসব প্রথিতযশা চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। হেনস্থা,অপমান সামাজিক সম্মান হানির সমূহ সম্ভাবনাকে তুড়ি মেরে তাঁরা যেমন রোগীর বিছানার পাশে থাকছেন স্টেথো নিয়ে, যেমন শমন পেয়ে প্রশাসনের অপ্রাসঙ্গিক জেরার উত্তর দিয়ে আসছেন আবার তেমনই অভয়ার আন্দোলনে স্লোগান মুখে নিয়ে লড়াইয়ের রাস্তায় হাজির হচ্ছেন। কিন্তু সেদিন যদি রোগীর পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে ডাক্তারদের অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে আজ প্রশাসনের এই তলবে যখন ঘন্টার পর ঘন্টা থানায় ডেকে অনাবশ্যক জেরা চলে তখন রোগীর পরিষেবা কি ব্যাহত হচ্ছে না! সীমাহীন পরিকাঠামো ঘাটতি, ডাক্তারের অপ্রতুলতা ইত্যাদির কথা যদি সেদিন ওঠে তাহলে আজ নয় কেন !আসলে বিচারের স্রোতঃপথ আজ কানাগলিতে দিগভ্রষ্ট।অভয়া আজও বিচার পায়নি। প্রতিহিংসা পরায়ণ সরকার কাঠগড়ায় তুলেছে সেবার কারিগরদের। এই সরকারের অতীত খুব সুখদায়ক নয়। হয়তো আমরা জানতেই পাচ্ছি না, রাতের অন্ধকারে কোথায় আরও কোন চিঠিতে স্বাক্ষর হয়ে নির্দেশিকা জারি হয়ে যাচ্ছে কোনো দক্ষ ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধে (যেমন রাজ্যের অন্য ক্ষেত্রের প্রতিবাদীদের ক্ষেত্রে ঘটছে) শুধু ভয়ের পরিবেশ জারি রেখে। তবু, আশ্চর্যের হলেও সত্য অভয়া আজও বিচার পায়নি, কিন্তু ডাক্তারবাবুদের বিচার হয়েই চলেছে, রায়দানও হয়ে যাচ্ছে একজনের মর্জিতে। মানুষের শোকের আয়ু বড়ো জোর এক বছর-কবির কথা। অভয়ার শোক সহস্র বছরের। তার মৃত্যু বড্ড ভারি! মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন অবক্ষয়ের অন্ধকারে রাস্তা খুঁজছে তখন এই সর্বনাশের বিরুদ্ধে 'হুইশেল ব্লোয়ার' হয়ে প্রতিবাদী মুখেরাই বারবার কণ্ঠ ছেড়ে গাইবে, 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি/ এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মৃত বিজেপি কর্মীকে শ্রদ্ধা জানাতে কল্যাণী এইমসে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার নবদ্বীপের বিজেপি কর্মী সঞ্জয় ভৌমিককে মারধর করে খুনের ঘটনায়, দেহ ময়নাতদন্তের পর নদিয়ার কল্যাণী এইমস হাসপাতালে উপস্থিত হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। বিজেপি নেতা শঙ্কু দেব পন্ডা, রানাঘাট সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি অপর্ণা নন্দী, বিধায়ক অম্বিকা রায়, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কল্যাণী এইমসে এসে মৃতদেহতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসন তৎসহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশকে আক্রমণ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, রাজনৈতিক রং দেখে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কাজ করছে। একই সাথে নবদ্বীপ বিধানসভা নিয়েই ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নবদ্বীপের আসন টলমল করছে। নবদ্বীপ বিধানসভা এবার হাতছাড়া হওয়ার ভয় করছে তৃণমূলের। তৃণমূল জানে এসআইআর হলে ২০ হাজার ভোটে নবদ্বীপে হারবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাত নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ নবদ্বীপে নিয়ে আজ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ হবে বলেও জানান তিনি। বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় নবদ্বীপ থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আগামীকাল পর্যন্ত পুলিশকে চূড়ান্ত সময়সীমা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই সময়ের মধ্যে যদি দোষীরা গ্রেপ্তার না-হয় পরবর্তীতে কৃষ্ণনগরে এসপি ঘেরাও করা হবে বলে তিনি জানান। শুভেন্দু এও বলেন, আগামী ২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে তাই বিভিন্ন জায়গায় বেছে বেছে তাজা তাজা যুবকের খুন করা হচ্ছে। নবদ্বীপের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলো। যে অঞ্চলে মৃত সঞ্জয় বাড়ি সেই অঞ্চলে তাঁর দিদি দাপুটে বিজেপি মহিলা নেত্রী হিসেবে পরিচিত। বিজেপির আন্দোলনকে স্থিমিত করতেই বিজেপি কর্মীদের খুন করার উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নাবালিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। গভীর রাতে পুকুর পাড় থেকে উদ্ধার নাবালিকার রক্তাক্ত মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য নদিয়ার তাহেরপুর থানার বীরনগরে।

সূত্রে খবর, তাহেরপুর থানার বীরনগর ইছাপুর এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকা শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালায়। শুরু করলে গভীর রাতে স্থানীয় একটি পুকুর পাড় থেকে ওই নাবালিকার নিথর দেহের সন্ধান পান পরিবারের লোকেরা। পরে তাহেরপুর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক ওই নাবালিকাকে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছিল ও উত্ত্যক্ত করছিল। অভিযোগ, সেই প্রেমের প্রস্তাবে সায় না-দেওয়ার জন্যই ওই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে

কুপিয়ে খুন করেছে ওই যুবক। ঘটনায় মৃতের পরিবার তাহেরপুর থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরই তড়িঘড়ি ওই অভিযুক্ত শুভব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে তাহেরপুর পুলিশ। ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০ / ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

যূনিয়ন बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
মোবাইল নং : ৯১৬৬৬ ০০৮৭৭

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে আগামী **১৫.১০.২০২৫** তারিখ **@ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।
প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৫.১০.২০২৫, @ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৪.১০.২০২৫, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ব্যাঙ্কনেট ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ১০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: অশোক সিংহ** **শাখা: বাঁকুড়া প্রধান শাখা (৫৪১৫৪১)** **সম্পত্তি:** ''স্কাই ভিউ'' নামে একটি জি+৫ তলা ভবনের বি-ব্লকের ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিয়ারিং নং ৩/বি আবাসিক বাড়ির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট আইডি নং ৪-এ অবস্থিত, পৌরসভা ওয়ার্ড নং ৭, খতিয়ান নং ২৮১৬, মৌজা - কেন্দুয়াডিহি, জেএল নং ২১৩, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, ওয়ার্ড ৭, হোল্ডিং নং ২৭৫/বি ফিডার রোড, প্লটের এলাকা ৮৫০ বর্গফুট বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে এবং প্লটটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর - বিএসঅএনএল কমপ্লেক্স, দক্ষিণ- ২০' চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড বাসস্ট্যান্ড রোডের সাথে সংযুক্ত, পূর্ব- গোবিন্দনগর-কাথুরিডাঙ্গা রোড, পশ্চিম- শ্রী বিশ্বরূপ দত্ত এবং অন্যান্যদের বাড়ি।	ক. ২০,১৬,০০০.০০ টাকা খ. ২,০১,৬০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১৯,৬১,৭৭৪.৫১ টাকা (উনিশ লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত চুয়াত্তর টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতা: বরুণা বরারি মজুমদার** **শাখা: কল্যাণী রথতলা** **সম্পত্তি:** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাট নং জি-২ যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭৩১ বর্গফুট, টাইলস ফ্লোর, কাঁচরাপাড়া মৌজা, জেএল নং ৫৭, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ২২৭, ২২৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৯২,১৯৬৯,১৮৯৮,১৮৯৭ কল্যানী পৌরসভার অন্তর্গত ২০ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৭/ ২২৮/১০৯০ এবং ২টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর এবং ২টি টয়লেট সহ রাস্তা, প্যাসেজ, গেট, সিঁড়ি সমন্বিত, পথের সাধারণ ব্যবহার এবং সমস্ত অধিকার সহ কমপ্লেক্স 'অহনা অ্যাপার্টমেন্ট' এর অধীনে সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলির অধিকার সহ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৪ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- দাগ নং ২২৬ এর জমি, পূর্ব- ঘোষপাড়া রোড, পশ্চিম- পরেশ ঘোষের জমি দ্বারা ।	ক. ১৭,৮৯,০০০.০০ টাকা খ. ১,৭৮,৯০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১৭,২৯,৭২৯.০০ টাকা (সতের লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খতিয়ান নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খতিয়ান নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির (অসম্পূর্ণ অবস্থা) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- দাগ নং ২২৬ জমি প্লটের মালিকের খোলা জমি দ্বারা।	ক. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা খ. ৪৫,৪০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১১,১৭,৯৪৭.০০ টাকা (এগারো লক্ষ সতের হাজার নয়শত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** ''কমলা ভিলা'' নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খ তিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা- নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন**।	ক. ১৭,৯৪,০০০.০০ টাকা খ. ১,৭৯,৪০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১৯,৫৩,৪৭৭.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা: নূর আলী** **শাখা- রামপুরহাট শাখা** **সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূমে অবস্থিত **জনাব নূর আলী রেজা মালিকানাধীন** পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ সমাপ্তি) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা।	ক. ২৩,৭৩,০০০.০০ টাকা খ. ২,৩৭,৩০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১০,০৮,১৫৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতা: প্রসন্ন কুমার নায়ক** **শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** এখানে সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাট সি/৪/১, বৃন্দাবন গার্ডেন কমপ্লেক্স, ব্লক-সি, ইটাভাটা রোড, ছোটনিলপুর পরিমাপ কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট বিল্টআপ এলাকা, মৌজা- বালিডাঙ্গা, জে.এল. নং ৩৫, আর.এস. প্লট নং ৭৯৪ (অংশ), আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৯৩, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি:** উত্তর- পার্বত মুখার্জি এবং সুমন ঘোষের ফ্ল্যাট, দক্ষিণ- কমলা দীঘি, পূর্ব- পুলিন গোস্বামী এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পশ্চিম- গায়ত্রী দেবীর ফ্ল্যাট দ্বারা।	ক. ২৭,৬৪,০০০.০০ টাকা খ. ২,৭৬,৪০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	২০,৮৮,৮১৩.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ অষ্টআশি হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)
৭.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শিবগঙ্গা এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: বর্ধমান পুলিশ লাইন শাখা (৫৫৩৭৮৬)** **সম্পত্তি: শ্রীমতী পাপিয়া দে,** স্বামী- দিলীপ কুমার দে এবং **শ্রীমতী সুমনা দে,** স্বামী- সুবল চন্দ্র দে -এর মালিকানাধীন দ্বিতল আবাসিক ভবন ও জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত যার অবস্থান- মৌজা , আলমগঞ্জ, এলআর খতিয়ান নং ৯৬০,৯৬১, জে এল নং ৩১, থানা এবং জেলা - বর্ধমান, আরএস প্লট নং ২৫৯, এলআর প্লট নং ৬৮৬, সাব প্লট নং ০২, ওয়ার্ড নং ২২ বর্ধমান পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৫১/বি এলাকার পরিমাপ ১৬২০ বর্গফুট (প্রায়), **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, দক্ষিণ- অমল কুন্ডুর সম্পত্তি, পূর্ব- ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, পশ্চিম- অন্যান্যের জমি দ্বারা।	ক. ৪৯,৭১,০০০.০০ টাকা খ. ৪,৯৭,১০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	৭৫,১১,২৯০.০০ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ এগারো হাজার দুইশত নব্বই টাকা মাত্র)
৮.	**ঋণগ্রহীতা: সুদীপ মিদ্যা** **শাখা: আঁখোনা শাখা** **সম্পত্তি:** জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্লট নং ১৬৭৮ -এ কমবেশি ৪ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলআর খতিয়ান নং ১০১, এলআর প্লট নং ১৬৭৮ পর্যন্ত । **সীমানা:** উত্তর- জগন্নাথ নন্দীর বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- বিকাশ মিদ্যের সম্পত্তি; পশ্চিম- তাপস পালের সম্পত্তি।	ক. ১৬,৫৩,০০০.০০ টাকা খ. ১,৬৫,৩০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১১,৪৪,৮২৪.০০ টাকা (এগারো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত চব্বিশ টাকা মাত্র)
৯.	**ঋণগ্রহীতা: সুমন দাস** **শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং ২১২, সি.এস. দাগ নং ৮২৯, প্রেমিসেস নং ২৫০, বর্ণালীপুর শুরিদ পল্লী, বর্নালীপুর বাজার, বর্ধমান পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, পোস্ট শ্রীপল্লী, থানা এবং জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩ -এ অবস্থিত একটি জি + ২ বিল্ডিংয়ে দোকানঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **চৌহদ্দি:** উত্তর- লোটাস কোঅপারেটিভ, দক্ষিণ- শ্রী সুবীর দাসের মালিকানাধীন একটি দোকান দ্বারা, পূর্ব- নীলপুর বাজার, পশ্চিমে- ৬' ফুট চওড়া প্যাসেজ এবং শ্রী বলাই ঘোষের ভবন সহ জমির প্লট দ্বারা।	ক. ৮,৭৬,০০০.০০ টাকা খ. ৮৭,৬০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	১২,৯৩,২৮১.০০ টাকা (বারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত একাশি টাকা মাত্র)
১০.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি:** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর **এবং**; স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া কমবেশি ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকা বিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি।	ক. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা খ. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা গ. ১৫.১০.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ১৪.১০.২০২৫	৪৮,৯৯,৯১০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **১৪.১০.২০২৫** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, **অর্থাৎ www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে এমএসটিসি'র কমার্স ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং এমএসটিসি'র ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://baanknet.com** যোগাযোগের মাধ্যমে, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করুন হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটি একটি বিধিবদ্ধ পনেরো (১৫) দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের জানানো হচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ: ২০.০৯.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ৩, কলকাতা
ভারত সরকার
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
রেফ. কেস নং - আরপি/৮১৩/২০১৯ (ও.এ. নং ৭২০-২০১৫)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বনাম শ্রীমতী রুমা মুখার্জি এবং অন্যান্য

বিক্রয় নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **০১.০৯.২০২৫ তারিখের ৩০ নং আদেশ অনুসারে**, নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তির ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য, নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে সম্পন্ন করা হবে :
স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ মোট ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ০৩, এলআর খতিঠান নং ১০৮১, আরএস খতিয়ান নং ১০৪, এলআর দাগ নং ৪৩, এবং ৪৪, আরএস দাগ নং ৩৪ এবং ৩৫, হোল্ডিং নং বি৩-৮৯/বি/নিউ, নিশ্চিন্তপুর রোড, ওয়ার্ড নং ২৫, মহেশতলা পুরসভা অধীন, পো : চন্দননগর, থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৩৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিক্রেতার নিজ জমি এবং ভবন; দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : পুরসভা নিকাশি; পশ্চিমে : বিক্রেতার নিজ জমি।
সম্পত্তি **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** যা বিক্রয় ঘোষণা মোতাবেক নিম্নোক্ত কর্তৃক **১.৯.২০২৫** তারিখে অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিময় এবং শর্তাধীনে বিক্রি করা হবে।
বিক্রয় দ্বিতীয় তপশিলে আয়কর আইন ১৯৬১ এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে বিধিমালাধীনে নিয়ম এবং শর্তাধীনে সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে সম্পাদিত হবে। সম্পত্তি নির্দিষ্ট তপশিলে বর্ণিত মতে বিক্রয় করা হবে লটে। তবে সম্পত্তির অংশ বিক্রয় দ্বারা পরিমাণ উশুলের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হলে অব্যবহিতভাবে বিক্রয় বন্ধ করা হবে স্মরণ করা সাপেক্ষে।
সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য নির্দিষ্ট ২৭,৭৯,০০০.০০ টাকা (সাতাশ লাখ উনআশি হাজার টাকা)। আগ্রহী ক্রেতাগণকে **বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ ২,৭৭,৯০০.০০ টাকা ২৭.১০.২০২৫ তারিখ** বেলা ২ টার মধ্যে সহ, ই-ওয়ালেটে, এবং টেন্ডার আবেদন ফর্ম এবং সম্পত্তির বিস্তারিত সহ, প্যান কার্ডের কপি, ঠিকানা এবং পরিচয়া প্রামাণ্য নথি, ই-মেল আইডি, মোবাইল নং সহ টেন্ডার দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে এবং কোম্পানি বা অন্য কোনও নথি যা প্রতিনিধিত্বকারীর প্রামাণ্য নথি হিসেবে/আমমোক্তার নামা কোম্পানির এবং রসিদ/কাউন্টার ফাইল সংশ্লিষ্ট জমার সিল করা অবস্থায় **রিকভারি অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-৩, কলকাতা** এর নিকট ট্রাইবুনালের ঠিকানায় হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্টে পাঠাতে পারেন। ইএমডি জমা পরবর্তীতে ই-নিলামের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **২৭.১০.২০২৫, বেলা ২ টা** পর্যন্ত ট্রাইবুনাল অফিসে, এবং ডাক বর্ধিতকরণ সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হারে অর্থাৎ **২৭,৭৯০.০০ টাকা।** সফল দরদাতাকে পরবর্তী তারিখ অর্থাৎ দুপুর ২.৩০টা নাগাদ বাতিল হলে ইএমডি সমন্বয়ের পর বিক্রয় অর্থের ২৫ শতাংশ উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তাহলে পরবর্তী প্রথম অফিসের দিনে। এরপর, ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিন বা তার আগে বাকি ৭৫ শতাংশ বিক্রয় অর্থ জমা দেবেন, ওই দিনটি ব্যতীত, অথবা যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন হয়, তাহলে ১৫ তম দিনের পর প্রথম অফিসের দিনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতাকে পাউন্ডেজ ফি **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতার কাছে ২ শতাংশ পর্যন্ত ১,০০০/- টাকা এবং অতিরিক্ত ১,০০০/- টাকা এবং ২০০/- টাকা ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার, ডিআরটি - III, কলকাতার** অনুকূলে জমা দিতে হবে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনও বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়ের খরচ পরিশোধের পর জমাকৃত অর্থ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে, সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের যে কোনও অংশের সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবেন। বিক্রয়ের নতুন ঘোষণা জারি করার পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য **শ্রী রাকেশ কুমার, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নম্বর ৭৭০৩০ ০৮২২৪, ইমেল আইডি zokolkatacentral@indianbank.co.in, অফিস ঠিকানা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, তৃতীয় তলা, ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৫.০৯.২০২৫ থেকে ২০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত** ব্যাংক অফিসারের সাথে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় **২৯.১০.২০২৫ তারিখে ১১টা থেকে ১৩টা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩ মিনিট করে সময় বৃদ্ধি করা হবে এবং বিডিং **''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং''** এর মাধ্যমে মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এর মাধ্যমে, ইউনিট ১, ৪র্থ তল, VIOS কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্র্যাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০ ০৩৭ এ অনুষ্ঠিত হবে। **যোগাযোগ ব্যক্তি : শ্রী কাশ্যপ প্যাটেল, মোবাইল নম্বর ৬৩৫৪৬ ০৪৮৮৪, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com।**
উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয় ঘোষণা, ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ফর্ম এবং বিস্তারিত শর্তাবলী এবং বিডিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ **https://drt.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
শ্রী রাকেশ কুমার, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নম্বর ৭৭০৩০ ০৮২২৪, ইমেল আইডি zokolkatacentral@indianbank.co.in, অফিস ঠিকানা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, তৃতীয় তলা, ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, কলকাতা ৭০০০০১ ই-নিলাম সমন্বয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন।
আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর সহ, এই তারিখে ০১.০৯.২০২৫ তারিখে প্রদত্ত।

স্বা/- প্রদীপ কুমার মণ্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.পি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপিয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে [illegible] সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী হাসান সরওয়ার এবং শ্রীমতি মেহেবুবা বেগম	ক) ২৩৮৫৫২৫ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৬২৭১৭৩০, ১৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩২৯৫৬ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬৬২৭১৭৪৩, ১৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৭.০১.২০২৫ গ) ১৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : দখলবাটী, জেএল নং ১১১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, এলআর প্লট নং ১০২৪, রামপুরহাট থানা অধীন, জেলা : বীরভূম, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী মহম্মদ সানওয়ার আলি	ক) ৩০,৫০২.২৮ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৭৪২২২৪৪৪, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৫,০২,৯৯৪.৩৪ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৭৪২২২৪৭৩, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৫.০৬.২০২৫ গ) ১৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাপ এরিয়া ৫ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু শ্রেণি প্লট নং ৩২২, খতিয়ান নং ১৩৪৫, জেএল নং ১০৬, মৌজা : জয়কৃষ্ণপুর, গ্রাম : জয়কৃষ্ণপুর (পশ্চিম পাড়া), পো : জয়কৃষ্ণপুর, থানা : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪,তদস্থিত দোতলা ভবন নির্মীয়মান এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী উজ্জ্বল নাথ এবং শ্রী ধরম নাথ	ক) ৫৪,৫৯,৭২৪.৯৭ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪১২৮০৬১৩, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৮,৭৮৭.১৭ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪১২৮০৬৪২, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৬.০৬.২০২৫ গ) ১৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১১ ডেসিমেল জমি শ্রেণি ডাঙ্গা, - ৭ ডেসিমেল থেকে বাস্তু জমি প্লট নং ২২৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৮, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ৪৯, গ্রাম এবং মৌজা : আরবাঁধা, থানা :বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৩১২০৪, তদস্থিত ভবন নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে ভবিষ্যতের এবং বর্তমানের সমুদয়। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক; **দক্ষিণে :** উজ্জ্বল নাথের সম্পত্তি; **পূর্বে :** উজ্জ্বল নাথের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ক্যানাল।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী আনন্দ মিত্র এবং শ্রীমতি চৈতালী মিত্র	ক) ২০,৪৪,৮২২.৯০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪১৮২৩৭২৫, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৪৭,৯১৪.৬৫ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪১৮২৩৭৩৮, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ২০.০৬.২০২৫ গ) ১৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৮ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু জমি, এলআর প্লট নং ৩৬৬৭, এলআর খতিয়ান নং ২৬৬১/১, জেএল নং ২১, মৌজা : পালিগ্রাম, থানা : মঙ্গলকোট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১২৮,তদস্থিত বসবাসের ভবন সংযুক্ত স্থায়ীবাবে ভবিষ্যতের এবং বর্তমানের সমুদয়।

তারিখ : ২১.০৯.২০২৫ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)
সার্কেল অফিস এসএএম, কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১ হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা : ৭০০০০১ ইমেল : cokolsouthsam@pnb.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য সাধারণ নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে। এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (নির্ধারিত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক (কার্যকরী/স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত **'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট বকেয়া নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ প্রত্যেকটি সম্পত্তির অধীনে নিম্নে বর্ণিত মতে।

জামিনদত্ত সম্পদের শিডিউল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্ট নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং, সম্পত্তির আইডি	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা] লোকেশন কো-অর্ডিনেটস	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি ঙ) ডিলিং অফিসিয়াল	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঙ) দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে
১.	**শাখা : মেফেয়ার (১০৮৯২০)** **বিনোদ যাদব এবং অনিতা যাদব** ৫, গোবিন্দ সেন লেন, বৌবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০১২ **এ/সি নং : 108920NC00000058** **সম্পত্তির আইডি : PUNBBINODYADAV**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পৃথক বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪১৬ বর্গফুট একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে ভবনের, ১ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ড্রইং রুম অবস্থিত মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৪৩০, আরএস খতিয়ান নং ৬৯০০,থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, (পশ্চিমবঙ্গ) হোল্ডিং নং ২১০, প্লট নং ১৭৪/১৭৫, নিশ্চিন্দা মধ্য পাড়া রোড। **স্বত্বাধিকারী : বিনোদ যাদব। ল : ২২.৬৪৮১৯২, দ্রা: ৮৮.৩২৮৫১৮।**	ক) ১৪.০৮.২০২৪ খ) ৭,৮২,২৮৯.০০ টাকা ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ গ) ২৮.০১.২০২৫ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত ঙ) যোগাযোগ : সানি কুমার ৯৯৩৯২ ১১৩৬২	ক) ৮,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ৮৭,২০০.০০ টাকা (০৮.১০.২০২৫) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৮.১০.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত) ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা : সরসুনা (০৩৬০২০)** **দীপান্বিতা ভট্টাচার্য** ৪৬এ, দক্ষিণ বেহালা রোড, ফ্ল্যাট নং ৪বি, দক্ষিণায়ন অ্যাপার্টমেন্ট, পো - সরসুনা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১ **অলোকেশ গাঙ্গুলি (জামিনদাতা)** **এ/সি নং : 0360300018975** **সম্পত্তির আইডি : PUNBDIPANNITA**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, পাঁচতলায় পরিমাপ এরিয়া ৯০৫ বর্গফুট (আনুমানিক) এসবিএ, ৪ তলা ভবনে (জি-৪), নাম দক্ষিণায়ণ, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৬এ,দক্ষিণ বেহালা রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, নির্মিত জমির পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা ১৪ ছটাক, ১৫ বর্গফুট, মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, খতিয়ান নং ১৮৪৪, দাগ নং ২৬২, ২৬২/৭৬৮, তৌজি নং ৬, ৮-১০, ১২-১৬, ওয়ার্ড নং ১২৬, কেএমসি অধীন, দলিল নং ১-০৮৭৬৭/১০-২০১০ সালের তারিখ ২২.০৯.২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **স্বত্বাধিকারী : দীপান্বিতা ভট্টাচার্য । ল : ২২.৪৮০৩৯৪, দ্রা: ৮৮.৩২০৭২০।**	ক) ২৫.০৪.২০২৩ খ) ১২,৪৮,৪০১.০০ টাকা ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ গ) ১৬.০৫.২০২৫ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মো - ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১৪,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৩,১০০.০০ টাকা (০৮.১০.২০২৫) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৮.১০.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত) ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাদি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
১. সম্পত্তিগুলি **''যেখানে যেমন আছে''** এবং **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিক্রয়টি **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** দেখুন।
৫. সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও ধরণের আইনগত পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ক্রেতারা কর প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন

তারিখ : ২০.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার (৯৭৯৮৬ ২৪২৬৫)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মমতার ছবি লাগিয়ে সরকারি জমি দখল, ৮টি দোকান তৈরির অভিযোগ

সরব শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মোল্লা পাড়ায় সরকারি জায়গা দখল করে দোকানঘর নির্মাণের অভিযোগ। রাতারাতি তৈরি হয়েছে সেখানে ৮টি দোকান ঘর। আর তারই আগে কাঁকসার মোল্লাপাড়ায় পূর্ত দপ্তরের রাস্তা স্তার ধারে রাতারাতি বেশ কয়েকটি দোকান ঘর নির্মাণ হয়। এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কাঁকসা পঞ্চায়েতে কে লিখিত অভিযোগ জানানো হলে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।এবার সেই দোকান ঘর গুলির মধ্যে একটি দোকানে মমতার পোস্টার ও ব্যানার লাগিয়ে সাঁটার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছিল। স্থানীয়রা পঞ্চায়েতকে খবর দিলে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাঁকসা থানায় খবর দিলে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসে।

বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে গত কয়েকমাস আগে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা লিখিত অভিযোগ জানানোর পর পঞ্চায়েতের নির্দেশে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফের হঠাৎ করে সেখানে একটি দোকানের সাঁটার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছিল। সেখানে আবার মমতার ছবি রেখে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় বানানোর নামে জায়গা দখলের চেষ্টা চলছিল বলে খবর পান তাঁরা। তাঁর দাবি তৃণমূলের এক দল নেতা কর্মী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আর তাঁরাই মমতার ছবি সামনে রেখে সরকারি জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের যদি অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে পঞ্চায়েত সেটা ভাঙার ব্যবস্থা করুক। রাজ্যে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন চলছে সেটাই এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট।

যদিও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক জানিয়েছেন, তাঁরা কোনও ভাবে ওই দোকানঘরগুলি নির্মাণের অনুমতি দেননি। আগেও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবারও পুলিশকে জানানো হলে। পুলিশ গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসে। তৃণমূলের ঝান্ডা ও মমতার ছবি সামনে রেখে সরকারি জমি দখল করা যাবে না। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছেন। তারা যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কুড়মি আন্দোলনে ধুন্ধুমার, মাথা ফাটল পুলিশের, পালটা লাঠিচার্জ, ফাটাল কাঁদানে গ্যাসের শেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশকে অমান্য করে পুজোর প্রাক্কালে শনিবার থেকে তিন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী কুড়মি সমাজ রেল রোক রেল টেকা বা রেল অবরোধ ও ডহর ছেঁকা বা পথ অবরোধের ডাক দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শনিবার ২০ সেপ্টেম্বর আদিবাসী কুড়মি সমাজের আন্দোলন রুখতে রেল পুলিশ ও রাজ্য পুলিশ যৌথ ভাবে এই রাজ্যের পুরুলিয়া জেলাজুড়ে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলে।

এদিন সকল থেকেই জেলার বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে রাস্তায় পুলিশকে টহল দিতে দেখা যায়। এদিন সকালের দিকে পুরুলিয়া জেলার কোথাও বন্ধের কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বিকেলে পুরুলিয়ার কোটশিলা রেল স্টেশনে জমায়েত করে রেল অবরোধের চেষ্টা করে আদিবাসী কুড়মি সমাজের সমর্থকরা ঘটনায় রেল ও রাজ্য পুলিশ বাধা দিলে বচসা বাধে কুড়মি আন্দোলনকারীদের মধ্যে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি শুরু করে আন্দোলনকারীরা। পালটা পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পাথরবৃষ্টিতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশকর্মীদের ভর্তি করা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

তফশিলি উপজাতি ভুক্ত হওয়ার দাবি নিয়ে শনিবার সকাল থেকে আদিবাসী কুড়মি সমাজ রেল অবরোধের ডাক দিলেও, পুরুলিয়া জেলায় কোথাও কোন অবরোধের খবর পাওয়া যায়নি। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাচি পুরুলিয়া-হাওড়া বন্দে ভারত-সহ সব ট্রেন নিশ্চিন্ত ভাবেই চলাচল করছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকেই জেলা পুলিশ রেল অবরোধ রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ১৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫৪,১৯,০৪৫.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ উনিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৪.১০.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ এবং **শ্রীমতী সুনীতা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২৫ গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪৫। **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং এ, ২য় তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪৫ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ ২৫ গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪৫। **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং এ, ২য় তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪৫ **শ্রীমতী সুনীতা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২৫ গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪৫। **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং এ, ২য় তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪৫ **খ) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ শাখা, কলকাতা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ পূর্ব দিকে দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৯২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে নাম ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, ছাদ, সিঁড়ি, চাতাল, জলাধার নীচে এবং ছাদে, বৈদ্যুতিক মিটার বোর্ড, কেএমসি জলের সরবরাহ, নিকাশি, লিফট স্থান, লিফট মেশিন, অন্যান্য সকল সরঞ্জাম সেপটিক ট্যাঙ্ক, খোলা জায়গা, চলার পথ একতলায়, প্রধান প্রবেশ পথ, উক্ত প্রেমিসেস নং ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা : লেক,কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা : ৭০০০৪৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাস্তু জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ২৬ বর্গফুট, তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : আরাকপুর, পরগনা : খাসপুর,জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ১৫১, আরএস নং ৪২, খতিয়ান নং ৮/১৮/৭২০ এবং ৫৬১,পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা : লেক, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা : ৭০০০৪৫ অ্যাসেসি নং ২১-০৯৩-০৯-৩৩৯-৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২২৮৫৭ থেকে ২২২৯০০, দলিল নং ১৬০৫৫০৬৯৫৪-২০১৮ সালের, **সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং শ্রীমতি সুনীতা ঘোষ এর নামে (যৌথভাবে) এবং চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ৪৫, পূর্বে : প্লট নং ৬১, পশ্চিমে : প্লট নং ৫৯ এবং অংশত প্লট নং ৪৩ সকলই এক।	**৫৪,১৯,০৪৫.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ উনিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) দাবি নোটিশ ১৪.১০.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৫৪,০১,০০০.০০ টাকা (*)** (চুয়ান্ন লাখ এক হাজার টাকা) খ) **৫,৪০,১০০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার একশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50463970559** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৯.২০২৫ থেকে ১০.১০.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৩.১০.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৮.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা
দ্রষ্টব্য : এই নতুন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ইস্যুর সাথে ০৬.০৮.২০২৫ তারিখের পূর্বের বিক্রয় নোটিশ প্রত্যাহার করা হলো
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২৩.০৫.২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, **ঋণগ্রহীতা- (১) গৌর চন্দ্র সর্দার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার),** পিতা- শৈলেন সর্দার, গ্রাম - হান্টা, মহেশপুর, বহরু রামকৃষ্ণপুর, পিন- ৭৪৩৬১০, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(২) শ্রাবন্তী সর্দার (জামিনদার),** স্বামী- গৌর চন্দ্র সর্দার, গ্রাম- হান্টা, মহেশপুর, বহরু রামকৃষ্ণপুর, পিন-৭৪৩৬১০, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমাদের শাসন শাখায় - কে ১৬,৭৮,৫০৮.৪৭ টাকা (ষোল লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো আট টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) **২২.০৫.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দখল নিয়েছেন।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৬,৭৮,৫০৮.৪৭ টাকা** (ষোল লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো আট টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) **২২.০৫.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষ হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকী সম্পত্তি: মৌজা- মহেশপুর, জে.এল. নং- ৫৫, খতিয়ান নং- ১৪৪ এবং ১৪৩, এল.আর খতিয়ান নং- ৬০৪ এবং ৬৬৬, বর্তমানে খতিয়ান নং- ১০৬০, আরএস এবং এলআর দাগ নং- ৫৬৪, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বারুইপুর, এডিএসআর- বারুইপুর-এর অফিসে ২০২০ সালের ৪৭৯৭ নং দানপত্র দলিলমূলে **শ্রী গৌর চন্দ্র সর্দারের নামে** নথিভুক্ত প্রায় কমবেশি ৬ ডেসিমেল জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবন/কাঠামোর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **চতুঃসীমা: উত্তর:** সাধারণ রাস্তা, **দক্ষিণ :** শচীন নস্করের সম্পত্তি, **পূর্ব:** সঞ্জিত সর্দারের সম্পত্তি, **পশ্চিম:** সাধারণ রাস্তা।

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৫,
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭১ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১)

যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র পিতা সুনির্মল চন্দ্র** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬৫,৩০,১৭৮ টাকা (পঁয়ষট্টি লাখ তিরিশ হাজার একশ আটাত্তর টাকা) ০৫.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ০৬.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৬৫,৩০,১৭৮ টাকা (পঁয়ষট্টি লাখ তিরিশ হাজার একশ আটাত্তর টাকা)** ০৬.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য়তলে, ফ্ল্যাট নং ২এ, (উত্তর দিকে) পরিমাপ আনুমানিক ১১৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা মার্বেল মেঝে, ১ কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট উক্ত জি-৩ তলা ভবনে লিফট সুবিধা ব্যতীত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত সম্পত্তি প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো : কসবা, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৪২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি **দেবকান্তি চন্দ্র** পিতা সুনির্মল চন্দ্র এর নামে। **উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৪১৩৮০১-২০২২** সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬০৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৪০৮৩২৫ থেকে ৪০৮৩৫৪, ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমীপে।

তারিখ - ২০.০৯.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স সারদা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা)** ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, পো : বিডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬। **২. শ্রী স্বপন মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা) এবং প্রয়াত রীমা (ঘোষ) মজুমদারের আইনি উত্তরাধিকারী।** ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, পো : বিডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬। **৩. শ্রীমতি স্বপ্না ঘোষ (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, পো : বিডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬। **৪. প্রয়াত শ্রীমতি রীমা (ঘোষ) মজুমদারের অন্য কোনও আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)** ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, পো : বিডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬। **খ) কলকাতা মেন শাখা**	একতলায় ফ্ল্যাট পরিমাপ ১২৭০ বর্গফুট এরিয়া কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সুখচর, দাগ নং ৬০৮/৬৬১ এবং ৬০৮/৬৬২, খতিয়ান নং ৬৪ এবং ৭০, হোল্ডিং নং ১১/৪/৬, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ ৪ কাঠা ৯ ছটাক, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্ষিতিশ ঘোষ এবং শঙ্কর ঘোষের ভবন; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**৪৫,০৪,৫৩৬.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ চার হাজার পাঁচশ ছত্রিশ টাকা) ২৮.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৯,৩৩,০০০.০০ টাকা (*)** (উনত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার টাকা) খ) **২,৯৩,৩০০.০০ টাকা** (দুই লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB302183894736** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
১	**ক) ১. মেসার্স শুভোদিন (স্বত্বাধিকারী সংস্থা)** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপ্লব ঘোষ,** ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৯। **২. শ্রী বিপ্লব ঘোষ,** পিতা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৯। **৩. শ্রীমতি স্বর্ণালী ঘোষ মুখার্জি,** স্বামী শ্রী বিপ্লব ঘোষ, ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৯। **খ) কলকাতা মেন শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে গুদাম মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫২.৭৬ বর্গফুট এবং একটি দোকান মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৯২ বর্গফুট একতলায় জি-৩ তলা বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবনে নাম দেবাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৪, ঘোষ পাড়া রোড, কলীতলা (স্টোভ বাজার) ইছাপুর, এলআর দাগ নং ১৮৭৫, উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধিক্ষেত্রে, কলকাতা : ৭০১২১।	**৫০,৪৭,৫৯৯.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা) ০১.০৬.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৪০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (চল্লিশ লাখ টাকা) খ) **৪,০০,০০০.০০ টাকা** (চার লাখ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30250147046** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
১	**ক) ১. শ্রী শোভনলাল সাহা,** রাজেশ্বরী অ্যাপা. ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা : ৭০০১১০। **২. শ্রীমতী তৃণা সাহা** রাজেশ্বরী অ্যাপা. ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা : ৭০০১১০। **খ) কলকাতা মেন শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট, রাজেশ্বরী অ্যাপার্ট, ফ্ল্যাট নং ৪, ৩য়তলে, হোল্ডিং নং ১৬১, পি এন চ্যাটার্জি রোড, অমরাবতী, পো : সোদপুর, পিন : ৭০০১১০, জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : সোদপুর, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৩৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৫২, ওয়ার্ড নং ১৭, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া অমরাবতী রোড; পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি; দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে : কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্ট।	**৪০,৯৭,৯৪৫.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৩.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমাণের উপর পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১৪.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে	ক) **৩৩,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেত্রিশ লাখ টাকা) খ) **৩,৩০,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ তিরিশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30299140318** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৯.২০২৫ থেকে ০৬.১০.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.১০.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৩.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.১০.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	সাঁকতিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **অধিকারী ব্রাদার্স** **ঋণগ্রহীতার নাম : অধিকারী ব্রাদার্স,** **স্বত্বা : মণিলাল অধিকারী,** **বসবাসের ঠিকানা :** কামারগড়িয়া, সাঁকতিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তি দোতলা ভবন নির্মিত ১০.০০ ডেসিমেল জমিতে। সম্পত্তি অবস্থিত প্লট নং ৭৬৭, খতিয়ান নং ৮২, হোল্ডিং নং ১২৪, মৌজা : কামারগড়িয়া, জেএল নং ১৯৩, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি **শ্রী কচিকান্ত অধিকারীর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : বিজয় কুমারের জমি; পশ্চিমে : অজিত অধিকারীরর জমি; উত্তরে : উদয় চাঁদ অধিকারীর জমি; দক্ষিণে : হরিসাধন অধিকারীর জমি।	ক. ১৮.২৯ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৬.০৫.২০২৩ গ. ২২.০৮.২০২৩	১. ২০,৯১,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৯,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	সাঁকতিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **উৎপলেন্দু হাতি,** **ঋণগ্রহীতার নাম : উৎপলেন্দু হাতি,** **বসবাসের ঠিকানা :** তিনদুল, সাঁকতিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তি দোতলা বসবাসের ভবন নির্মিত ৯.০০ ডেসিমেল জমিতে। সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : তিনদুল, থানা : রায়না, জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ৩৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১৭০১, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪২৪। সম্পত্তি **শ্রী উৎপলেন্দু হাতির** নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক; পশ্চিমে : স্বপন হাতি এর খালি জমি; উত্তরে : হারাধন হাতি এর সম্পত্তি ; দক্ষিণে : অসিত হাজরা এর সম্পত্তি।	ক. ২৪.৬৮ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১১.১১.২০২৪ গ. ২১.০৩.২০২৫	১. ২৭,২৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭২,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	সাতগাছিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **সাহিন নিটিং টেক্সটাইলস,** **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাহিন নিটিং টেক্সটাইলস, স্বত্বা : শেখ শোভন,** **বসবাসের ঠিকানা :** সুলতানপুর, মেমারি পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : মেমারি, পিন : ৭১৩১৪৬)।	সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : খানরো, জেএল নং ১৫১, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, প্লট নং ১২৯, ১৩০, ১৩১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৪, পিন : ৭১৩১৪৬। সম্পত্তি **শেখ শোভন** এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সাধারণ চলার পথ;পশ্চিমে : কল্পনা সাধুখাঁ এর ভবন; উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রী অনিল শাউ এর ভবন; দক্ষিণে :চকদিঘি রোড।	ক. ১৯৪.৬২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৬.১২.২০২৪ গ. ১২.০২.২০২৫	১. ১,৮৫,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ১৮,৫৮,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ৩০.১০.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে'' বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **৩০.১০.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২০.০৯.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দিল্লির একাধিক স্কুলে ফের বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: ফের বোমাতঙ্ক দিল্লিতে। শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই এই নিয়ে প্রায় তিনবার বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটেছে রাজধানীতে। এরমধ্যে দু'বারই নিশানায় ছিল বিভিন্ন স্কুল। জানা গিয়েছে, শনিবার দ্বারকার দিল্লি পাবলিক স্কুল, কৃষ্ণ মডেল পাবলিক স্কুল এবং সর্বোদয় পাবলিক স্কুলে ছড়ায় বোমাতঙ্ক। এছাড়াও দিল্লির নজফগড় এলাকার কিছু স্কুলেও বোমা হামলার হুমকি আসে।

স্কুলগুলিতে সেই সময়ে পরীক্ষা চলায় ভিড় ছিল পড়ুয়াদের। এর মধ্যেই বোমা হামলার হুমকি চাঞ্চল্য ছড়ায় আভিভাবক এবং পড়ুয়াদের মধ্যে।

জানা গিয়েছে শনিবার সকাল ৬.৩০ মিনিটে নজফগড়ের একটি স্কুল থেকে দিল্লির ফায়ার সার্ভিসের কাছে প্রথম ফোন আসে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই স্কুল থেকে কর্মীদের সরিয়ে আনা হয়। পরীক্ষা থামিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। পুলিশের তরফ থেকে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দিল্লির স্কুলগুলিতে বারবার বোমা হামলার হুমকি আসায় প্রশাসনের তরফে সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুলগুলিকে নিরাপদ করার জন্য সরকারের তরফে নতুন নিরাপত্তা বিধি তৈরি করা হয়েছে। স্কুলগুলিকে বেশি মাত্রায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো, নিয়মিত বোমাতঙ্ক সামলানোর মহড়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মিত পরীক্ষা এবং জরুরি অবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাস থেকে বারবার বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে দিল্লি-এনসিআর এলাকায়। যদিও সব বোমাতঙ্কই পরবর্তীকালে ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়। গত আট মাসে প্রায় ১৫০ স্কুল এবং কলেজে বোমাতঙ্ক ছড়ানো হয়।

ভুয়ো বোমাতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পায়নি বিভিন্ন হোটেল এবং দিল্লি হাইকোর্টও। এই মাসের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ও মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইমেল আসে। গত সপ্তাহে দিল্লি হাইকোর্টেও বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরেই আদালত চত্তরে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শুনানি স্থগিত রাখা হয়। পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিচারক, আইনজীবী, মামলাকারী এবং কর্মীদের আদালত চত্তর থেকে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

'মুসলিমদের একাধিক বিয়ে করা ভালো নয়'

তিরুঅনন্তপুরম, ২০ সেপ্টেম্বর: একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা না-থাকলে মুসলিমদের একাধিক বিয়ে না-করাই শ্রেয়। সম্প্রতি এক মামলায় এমনটাই জানিয়েছে কেরল হাইকোর্ট। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত আইন)-এর ব্যাখ্যা করার সময় আদালতের পর্যবেক্ষণ, বহুবিবাহের প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন মুসলিমরা চাইলে একাধিক বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু এটি ভুল ধারণা বলেই মত আদালতের।

কেরলের ৩৯ বছর বয়সি এক মহিলা স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ভরণপোষণের জন্য স্বামীর কাছ থেকে মাসে ১০ হাজার টাকা করে চান তিনি। ওই মামলার শুনানি চলাকালীনই সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। মামলাকারী মহিলার স্বামী ভিক্ষা করে সংসার চালান। তিনি ওই ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর স্বামী আরও একটি বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আদালতে জানান ওই মহিলা। এ অবস্থায় হাইকোর্ট জানিয়েছে, আদালত একজন ভিক্ষুককে তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য টাকা দিতে নির্দেশ দিতে পারে না। মামলাকারী মহিলা যাতে খাবার এবং আশ্রয় পান, সে বিষয়ে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ইউরোপের বহু বিমানবন্দরে একযোগে সাইবার হামলা

লন্ডন, ২০ সেপ্টেম্বর: একযোগে সাইবার হামলা ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতে। শনিবার এই ঘটনার জেরে উড়ান পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লন্ডনের হিথরো, ব্রাসেলস ও বার্লিন বিমানবন্দর। সাইবার হামলায় বিমানবন্দরের চেক-ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে চলছে এই প্রক্রিয়া। যার ফলে সমস্যা গুরুতর আকার নিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড় সাইবার হামলা কবে ঘটেছে তা মনে করতে পারছেন না কর্তৃপক্ষ। উদ্বিগ্ন প্রশাসন। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

হিথরো বিমানবন্দরের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, সাইবার হামলার জেরে ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিষেবা। যার জেরে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলে বিমানগুলি। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চেক-ইন ও বোর্ডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি গুরুতর আকার নেয়। কোনও কোনও বিমান নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলার আশঙ্কাও করা হয়। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির দায়িত্বে থাকা সংস্থা কলিন্স অ্যারোস্পেস জানিয়েছে, সাইবার হামলার পর সমস্যা সমাধানের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। যদিও তা পুরোপুরি ঠিক হতে অনেকটা সময় লাগবে। কোন বিমান কখন চলছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে। তবে গুরুতর এই অবস্থার মাঝেও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বা জুরিখ বিমানবন্দরের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ইউরোপের সম্মিলিত বিমান চলাচল নিরাপত্তা সংস্থা ইউরো কন্ট্রোল জানিয়েছে, এই ঘটনার জেরে বিমান সংস্থাগুলোকে স্থানীয় সময় শনিবার ভোর ৪টা থেকে রবিবার রাত ২টোর মধ্যে বিমানবন্দরে তাদের অর্ধেক ফ্লাইট সময়সূচি বাতিল করতে বলা হয়েছে।

ইউরোপের মাটিতে এহেন সাইবার হামলায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে।

চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর: চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ভাল, গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে তাঁর। ফোনালাপের পর নিজেই সে কথা জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানালেন, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে এশিয়া-প্যাসিফিক কোঅপারেশন (অ্যাপেক) সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে, সেখানে তাঁদের দেখা হবে বলেও পরে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট শিয়ের সঙ্গে আমি সহমত যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় অ্যাপেক সম্মেলনে আমাদের দেখা হবে। এ ছাড়াও আগামী বছরের শুরুতে চিনে যাব। প্রেসিডেন্ট শি-ও সঠিক সময়ে আমেরিকায় আসবেন। ভাল কথা হয়েছে। আবার কথা হবে আমাদের।

টিকটক সংক্রান্ত বিষয়ে যে অনুমোদন মিলেছে, তা সদর্থক ব্যাপার।' বস্তুত, ফোনালাপের আগেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, টিকটক নিয়ে জিনপিঙের সঙ্গে তাঁর কথা হতে পারে। শুল্কযুদ্ধের মধ্যে গত জুন মাসে শেষ বার কথা হয়েছিল ট্রাম্প-জিনপিংয়ের। সেই ফোনালাপের পর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। দু'দেশের কিছু বাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে যে বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল, তা খানিক প্রশমিত হয়। দুই দেশ চুক্তিও স্বাক্ষর করে। তার পর গত শুক্রবার দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আবার ফোনে কথা হল।

ফোনে কথা বলার ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যালে' জানিয়েছেন, বাণিজ্য, ফেন্টানাইল (নিষিদ্ধ ওষুধ) এবং টিকটক সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে জিনপিঙের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন বিবাদ নিয়েও। যুদ্ধ থামিয়ে দু'দেশকে কী ভাবে আলোচনার টেবিলে আনা যায়, তা নিয়েই কথা হয়েছে।

চামোলিতে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে মহিলা-সহ তিন জনের দেহ উদ্ধার

দেরাদুন, ২০ সেপ্টেম্বর: বুকে জড়িয়ে ধরা দুই শিশুসন্তান। উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ওই অবস্থাতেই এক মহিলা এবং তাঁর দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হল। বুধবার রাতে উত্তরাখণ্ডের নন্দানগরেক ফালী গ্রামে নেমে আসে হড়পা বান। তখন গোটা গ্রাম ঘুমিয়ে। সেই অবস্থাতেই গ্রামের প্রায় একাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহু বাড়ি ভেঙে পড়ে। ভেসে যায় বেশ কিছু বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে অনেকে চাপ পড়ে যান। তাঁদের মধ্যে কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তান। জানা গিয়েছে, কান্তা দেবীর যমজ সন্তান। দু'জনেই চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত। বুধবার যখন হড়পা বান নেমে আসে ফালী গ্রামে, তখন বাড়িতে ছিলেন কান্তা দেবী, তাঁর দুই সন্তান এবং স্বামী কুঁয়ার সিংহ। চার জনেই চাপা পড়ে যান ধ্বংসস্তূপের নীচে। শুক্রবারও পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দুর্যোগের তিন দিন পর কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দুই সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিলেন কান্তা দেবী। কিন্তু দুর্যোগের হাত থেকে সন্তানদের বাঁচাতে পারেননি তিনি। নিজেও বাঁচেননি। ওই অবস্থাতেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান। এই দৃশ্য গোটা গ্রামকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘটনাচক্রে, কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তানের মৃত্যু হলেও বেঁচে গিয়েছেন কান্তা দেবীর স্বামী। দুর্যোগের ১৬ ঘণ্টা পর তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ আটকে আছে কি না তার খোঁজ এখনও চলছে। সেই খোঁজ চালানোর সময় শনিবার কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	CONSTRUCTION OF PROPOSED DRAIN COVER NET AT SUJOY GANGULI TO SITALA MANDIR OF WARD NO. -05 UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY, P.O.- BIRNAGAR, DIST. NADIA. Group-A. (Tender ID: 2025_MAD_907271_1)	WBMAD/BM/9e/2025-26 Memo. No.: 461/PWD Dated: 19.09.2025 Reff. No.- BRGM/PH-I/L1/02081608/8569	20.09.2025 at 11.00AM	27.09.2025 at 03.55PM
2	CONSTRUCTION OF FOOTPATH AT SAHAPARA OF WARD NO.-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. Group-B. (Tender ID: 2025_MAD_907271_2)			
3	Construction of Benches at Daspara Ambagan of Ward No. – 09 within Birnagar Municipality Under Amader Para Amader Somadhan Scheme. Group-C. (Tender ID: 2025_MAD_907271_3)			

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org

ময়দান

ভারতের ভারসাম্যে আঘাত? দুশ্চিন্তা অলরাউন্ডারের চোটে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই ভিন্ন মাত্রার লড়াই। বিশেষ করে এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে এই লড়াই ঘিরে বাড়তি উন্মাদনা তৈরি হয়। এবারের এশিয়া কাপেও তার ব্যতিক্রম নয়। সুপার ফোরে আগামী রবিবার মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে তার আগে ভারতীয় শিবিরে তৈরি হয়েছে বড়সড় দুশ্চিন্তা। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল মাথায় চোট পাওয়ায় তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

ওমানের বিরুদ্ধে আবু ধাবিতে ফিল্ডিং করার সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। হামাদ মির্জার শট অক্ষরের দিকে আসে। ক্যাচ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হন তিনি, বরং পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষা করা হয় তাঁকে। ভারতীয় বোলিং কোচ টি দিলীপ ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন, তসব ঠিক আছে।দ তবু সমর্থকদের উদ্বেগ পুরোপুরি কাটছে না। কারণ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন একজন ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি দলের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে।

অক্ষরের ভূমিকা শুধু ব্যাট বা বলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মূলত দলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ড অপশন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ না-পেলেও বল হাতে কার্যকরী ভূমিকা নেন। চার ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে তুলে নেন ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, ফখর জামান ও সলমন আলি আঘার। আবার ওমান ম্যাচে ব্যাট হাতে ১৩ বলে ২৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। যদিও বল হাতে মাত্র এক ওভার করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই দলের জন্য ভরসাযোগ্য তিনি।

ভারতের দলে স্পিনার রয়েছেন কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী। আছেন তরুণ অভিষেক শর্মা, যিনি হাত ঘোরাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কারও কাছ থেকেই অক্ষরের মতো অলরাউন্ড অবদান আশা করা কঠিন। বিশেষ করে যখন পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ। অক্ষর না থাকলে দলের ভারসাম্য রক্ষায় ভারতকে আলাদা কৌশল নিতে হবে। হয়তো এক জন বাড়তি পেসার দলে জায়গা পেতে পারেন। তবে তাতেও দলের ব্যাটিং গভীরতা কিছুটা কমে আসবে।

স্ট্যান্ডবাই তালিকায় রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও রিয়ান পরাগ। ওয়াশিংটনকে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরীক্ষা করা হয়েছে। অফ-স্পিনের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও তিনি কার্যকর। তবে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকায় তাঁকে সরাসরি পাকিস্তান ম্যাচে নামানো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে, রিয়ান পরাগ যদিও তরুণ প্রতিভা, তবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর বড় সীমাবদ্ধতা। ফলে তাঁদের দিয়ে অক্ষরের ফাঁকা জায়গা পূরণ করাটা সহজ হবে না।

অক্ষর প্যাটেলকে 'এক্স-ফ্যাক্টর' বলা হয়, কারণ তিনি ব্যাটিং অর্ডারের মাঝামাঝি অংশে দ্রুত রান তুলতে পারেন এবং বোলিংয়ে কিপটেমি ধরে রাখেন। তাঁর উপস্থিতি মানে দলে এক ধরনের নিরাপত্তা। তাই তিনি যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলেন, ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে কৌশলগত দিক থেকে অনেক হিসেব-নিকেশ করতে হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, রবিবারের ম্যাচে অক্ষর প্যাটেলের ফিটনেস ভারতের ভাগ্য অনেকটাই নির্ধারণ করবে। তিনি খেলতে পারলে ভারতীয় দল আরও শক্তিশালী হয়ে নামবে। না খেললে বিকল্প খুঁজে পেতে হবে তড়িঘড়ি। তবে একথা মানতেই হবে, সুপার ফোরে ভারত,পাকিস্তান লড়াইয়ের রোমাঞ্চে এই আশঙ্কা বাড়তি উত্তেজনা যোগ করেছে।

গত মরশুমের লিগে ইস্টবেঙ্গলই চ্যাম্পিয়ন, ঘোষণা আইএফএর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগ জয়ের কাছাকাছি ইস্টবেঙ্গল। বাকি শুধুমাত্র এক পয়েন্টের। সোমবার নিজেদের ঘরের মাঠে সুপার সিক্স পর্বের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। তবে গত মরশুমের কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা নিয়ে যে চাপানউতোর ছিল, তা অবশেষে জল্পনার অবসান হল। ২০২৪ সালের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হল ইস্টবেঙ্গলকে।

শনিবার আইএফএর লিগ সাব কমিটির বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে ইস্টবেঙ্গলকে গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। রানার্স-আপ হিসেবে ঘোষণা করা হল ডায়মন্ড হারবার এফসির নাম। টানা দু'টি লিগ জয়ে উচ্ছ্বসিত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। নিম্ন আদালতের আইএফএকে কলকাতা ফুটবল লিগ ২০২৪,২৫ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে বাধা দেওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা শুক্রবার বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য সি.ও. ৭৫৭/২০২৫ এবং সি.ও. ১১৫০/২০২৫ মামলার রায়ে আলিপুর জেলা বিচারকের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ খারিজ করে দেন। এরপরই ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করায় আর কোনও বাধা ছিল না। এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'শুক্রবার রাতে আমরা এই বিষয়টা জানতে পারি। তখনই আলোচনা করি দ্রুত এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন এবং ডায়মন্ড হারবারকে রানার্স-আপ ঘোষণার কথা। এখন আদালতের রায়ের পরে বলতে আর বাধা নেই যে ইস্টবেঙ্গলই চ্যাম্পিয়ন।'

বিশ্বের মানচিত্রে ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন চেহারা দিয়েছিলেন জগমোহন ডালমিয়া। ক্রিকেট প্রশাসক থাকাকালীন সিএবি, বিসিসিআই ও আইসিসির প্রধানের দায়িত্ব সামলেছিলেন। শনিবার ছিল তাঁর দশম প্রয়াণ বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্ববরেণ্য ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়ার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করলেন অন্যতম ক্রীড়া প্রশাসক বিশ্বরূপ দে। তিনি আবার পুরপিতাও। পুজোর আগে ৪৮ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শারদ উৎসব উপলক্ষে নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন বিশ্বরূপ দে।

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 19/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 10) Dated:- 19/09/2025. The last date of online submission of tender is 26/09/2025 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

TENDER
E-tenders invited for supply & installation of Tissue Dissociator, Workstation, consumables (ICMR Project IIRPSG-2024-01-00993) and Online UPS (Research Initiative Fund).
Details: wbtenders.gov.in and buruniv.ac.in
The University of Burdwan

Office of the Sarbangapur Gram Panchayat Nowda, Murshidabad
e-Tender are invited through online Bid System under following tender **NIeT No: 004 (2nd Call)/SGP/15th CFC/ 2025-26, Dated: 16/09/2025.** Last date of Bid Submission: **22/09/2025 upto 2.00 pm.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sarbangpur G.P.
Nowda, Murshidabad

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের পক্ষ থেকে বৈদুতিন মাধ্যমে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্যই নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ডাকা হচ্ছে। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার তাই কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দরপ্রস্তাবগুলি গৃহীত হবে। বিশদ নির্দেশিকার জন্য ওয়েবসাইট দেখুন। **[ক] টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ ই-প্রোকিওরমেন্ট/৪৮, তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৫। ক্রং নং, টেন্ডার নং, স্টোরস-এর বিবরণ, পরিমাণ, খোলার তারিখ, টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপ ঃ [২৯২];৩১২৫২৯৪৫বি; ১) ওসিইউ১৫০০x৪০x১৪ মিমি- জন্য রাবার প্যাকিং (স্পঞ্জ) [সেলুলার রাবার] সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং এএসটিএমডি ১০৫৬-গ্রেড, আরই-৪৩সি জিআর অনুসারে। ২) ওসিইউ ১২৫০x৭০x১৪ মিমি- জন্য রাবার প্যাকিং (স্পঞ্জ) [সেলুলার রাবার] সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং এএসটিএমডি ১০৫৬-গ্রেড, আরই-৪৩সি জিআর অনুসারে। [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ২৫.০৯.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[২৯৩]; ১৪২৫২৭৪৯এ;** স্পেসি/ ড্রয়িং নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৫০/সি অনুসারে অক্সিলিয়ারি কনট্যাক্ট (টাইপ ৮) ব্যতীত সার্কিট ব্রেকার; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ২৬.০৯.২০২৫;** ₹ ০.০০। [২৯৪];৩০২৫৫০১০; রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য বহনযোগ্য স্পেকট্রোমিটার; পরিমাণ ২টি, স্পেসিফিকেশন নং. এমটি/২৩৮২ তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৫ অনুসারে; **টেন্ডার নথি অনুসারে ঃ ০৭.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। [২৯৫]; **১৪২৫২৭৪১এ;** স্পেসি/ড্রয়িং নং এলডব্লু/ইএস/৩/০০৪০/সি অনুসারে এসবি১ এবং এসবি২-তে ভিসিবি/প্যান্টোগ্রাফ-এর জন্য অক্সিলিয়ারি কনট্যাক্টর। **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ১০.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[২৯৬];২৫২৫৫১০১;** গ্রিট/শট ব্লাস্টিং প্ল্যান্ট, পরিমাণ ০১টি; স্পেসিফিকেশন নং. এমটি/২৩৫৭ তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০২৫ অনুসারে,এইচএসএন কোড ঃ ৮৪২৪৩০০০ [ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ২৪ মাস]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৬.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। [২৯৭]; **১৪২৫২৬৭১এ;** ১) ড্রয়িং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৪২/জি (সেট-এর বিশদ সংশ্লিষ্ট) অনুসারে ডব্লুএজি-৯এইচ সি-র জন্য গাসকেট-এর সেট। ২) ড্রয়িং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৪২/জি অনুসারে ইএলএএইউ/ডানকুনির জন্য ডব্লুএজি-৯এইচ সি-এর (০৪টি দফা সমেত) গাসকেট এর সেট (সেট-এর বিশদ সংশ্লিষ্ট) [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৩.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। [২৯৮]; **১৪২৫২৫২৭সি;** স্পেসি/ড্রয়িং নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০১৬/সি অনুসারে সার্জ অ্যারেস্টার; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ১৬.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[খ] টেন্ডার নোটিস নং পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ ই-প্রোকিওরমেন্ট/৪৯ তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৫। ক্রং নং, টেন্ডার নং, স্টোরস-এর বিবরণ, পরিমাণ, খোলার তারিখ, টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপ ঃ [২৯৯]; ১৪২৫২৭২০এ; স্পেসি/ড্রয়িং নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৩৮/এফ অনুসারে ডব্লুএজি-৯ এইচসি-র জন্য পাইপ স্যাডল-এর সেট (সংশ্লিষ্ট সেট বিশদ অনুসারে) [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৩.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[৩০০];১৪২৫২৯৩১এ;** স্পেসি/ড্রয়িং নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৬২/এ অনুসারে টার্মিনাল বক্স [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৬.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[৩০১]; ২৫২৫৫১৩৯;** অ্যাক্সেলসমূহের জন্য ম্যাগনেটিক পার্টিকল টেস্টিং মেশিন, পরিমাণ ০১টি, স্পেসিফিকেশন নং এমটি/২৩৮৪ তারিখ ৩০.০৮.২০২৫ অনুসারে, এইচএসএন কোড ঃ ৯০৩১৮০০০ [ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩৬ মাস] **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৮.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[৩০২]; ৩১২৫৫০১২;** সিএলডব্লু ড্রয়িং নং ইএলএসকে-১৭৮ থেকে ১৮২ এবং ইএলএসকে-১৯৮ থেকে ১৯৯-অনুসারে প্রাইমারি কারেন্ট সেন্সর বক্সের জন্য বেয়ার প্যানেল, **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৮.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[৩০৩];১৪২৫২৬৭৪এ;** স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৭/এফ অনুসারে ডব্লুএজি-৯ এইচসি-র জন্য ব্লোয়ার গাসকেট-এর সেট। (সংশ্লিষ্ট সেট বিশদ অনুসারে) [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৩.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০। **[৩০৪];১৪২৫২৬৫২এ;** ড্রয়িং/স্পেসি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪১৩/সি অনুসারে ডব্লুএপি-৫-র জন্য নন-মেটালিক পাইপ (স্মোক ডিটেক্টর পাইপ)-এর সেট। (সেট বিশদ সংশ্লিষ্ট) [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-) ঃ ৫ শতাংশ, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে ঃ ০৪.১০.২০২৫;** ₹ ০.০০।
PR6/206 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

আমতার পশ্চিম গাজীপুর চক্রবর্তী বাড়ি অষ্ট ধাতুর অভিনব দুর্গাবরণ

দীপংকর মান্না

পাঁচ ঘর এক উঠান। উঠানের মাঝে চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গা দালান। দুর্গা দালানের পিছনে প্রাচীন ঠাকুর ঘর।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে এক ফুট উচ্চতার কাঠের সিংহাসন। সুসজ্জিত সিংহাসনের ওপর দশ ইঞ্চি অষ্ট ধাতুর দেবী দুর্গা। কারুকার্যময় দেবীর দশ হাত, মহিষাসুর মর্দিনী। সুন্দর পরিপাটি ঠাকুরঘরে বছরভোর নিত্য পুজো হয় এখানেই। পঞ্চমী থেকে অষ্ট ধাতুর দেবী দুর্গা চলে আসেন দুর্গা দালানে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সাজানোর পর সপ্তমী থেকে শুরু হয় দেবী দুর্গার ষোড়শোপচারে আরাধনা। বৈচিত্রময় এই অভিনব অষ্ট ধাতুর দুর্গা বরণ দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে পশ্চিম গাজীপুর পূর্ব পাড়া চক্রবর্তী বাড়ি।

হাওড়া আমতার গাজীপুর বাজার থেকে বাঁ দিকে খানিকটা আগালে পর পর দেখা মেলে জানা বাড়ি, রীত বাড়ি, বেনে বাড়ি, গাঙ্গুলি বাড়ি,মাইতি বাড়ি ইত্যাদি । এদের মাঝেই প্রাচীন চক্রবর্তী বাড়ি। বাড়ির প্রবেশপথে দেখা যায় সম্প্রীতির শীতলা কালী ও গাজী সাহেবের মন্দির। উভয় মন্দিরেই সকাল সন্ধ্যায় শোনা যায় সম্প্রীতির সুর।যতদূর জানা যায় গাজী সাহেবের নামানুসারে গাজীপুর গ্রাম। চক্রবর্তী বাড়ির পারিবারিক রেকর্ড অনুযায়ী ১৭২৬ বঙ্গাব্দে এই গাজীপুর চক্রবর্তী বাড়িতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় আকর্ষণীয় অষ্ট ধাতুর দেবী দুর্গা।পরিবার সূত্রে জানা যায়, বংশের কোন এক পুরোহিত তান্ত্রিক সূচনা করেন এই পুজো।তাই এই পুজো তান্ত্রিক পুজো নামে পরিচিত। বংশে চালু থাকা আর এক কাহিনি, কোন সময়ে দামোদরের চরে ভেসে ওঠা এই অষ্ট ধাতুর দেবী দুর্গা শোভা পায় গাজীপুর চক্রবর্তী বাড়ি। সেই থেকে রীতি নীতি মেনে চলে অষ্ট ধাতুর দুর্গা বন্দনা।তবে দেবী এখানে একা।দেবীর সাথে থাকে না লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গনেশ সন্তান। সপ্তমীতে পারিবারিক রীতি মেনে দেবীর বোধন। শ্রদ্ধা সহকারে দেবী বরণ।ভাত, মাছ, পাঁচ তরকারি ভাজা সহ দেবীকে ভোগ। অষ্টমীর সন্ধি পুজোয় থাকে চমক।প্রথা মেনে পঞ্চাশ কেজি চালের নৈবেদ্য। দেবীকে দেওয়া হয় অড়হর ডালের খিচুড়ি ভোগ। সঙ্গে কাৎলা মাছ, চিংড়ি মাছ ও পাঁচ রকম ভাজা।যেমন করেই হোক কাৎলা ও চিংড়ি মাছ চাই ই চাই। নবমীতে কৃষ্ণবর্ণ পাঁঠা বলি। সাথে আখ, লেবু, কলা ও চালকুমড়ো বলি। সন্ধ্যায় হোম। এদিন দেবীর ভোগে থাকে মাছ,ভাত, নানা ভাজা ও পায়েস।দশমীতে তিন কেজি চালের নৈবেদ্য। সন্ধ্যায় স্থানীয় পাঠক পুকুরে ঘট বিসর্জন।দধিকর্মা বিতরণ। শান্তি বারি সিঞ্চন। চক্রবর্তী বাড়ির প্রবীণ সদস্য সুকুমার চক্রবর্তী, শান্তি চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী এবং চন্ডীদাস চক্রবর্তী জানালেন - এই পুজো আমাদের অহংকার। পারিবারিক মিলন ক্ষেত্র। একসাথে থাকা,খাওয়া, আড্ডা ও আনন্দ ভাগ।শত কষ্টেও বংশের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার্থে পুজো চালু রাখতে বদ্ধপরিকর চক্রবর্তী বাড়ির এই প্রজন্মের বিমল ও তাপস চক্রবর্তী প্রমুখ সদস্যরা।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম থিমে বঙ্গ অস্মিতায় জোর হিন্দুমহাসভার

শুভাশিস বিশ্বাস

পুজোতে কলকাতা এবং কলকাতার উপকণ্ঠে বহু ধরনের এবং আকারের ঠাকুর নজর আসবে সন্দেহ নেই। আর তাতে নানা ধরনের থিমও নজরে আসবে। তবে এই মুহূর্তে ভারত জুড়ে আলোড়ন পড়েছে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে নিয়ে। যেখানে বাঙালির অস্তিত্ব ও বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানতে চাইছে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা। 'আর সেই কারণেই বাঙালি অস্মিতা'- এই শব্দ বন্ধ এখন বঙ্গ রাজনীতির জ্বলন্ত ইস্যু। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শাসক-বিরোধী-প্রত্যেক দলের নেতৃত্বের মুখে ঘুরেফিরে আসছে বাঙালি অস্মিতা রক্ষার কথা। ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্থা ও তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাকের অভিযোগ।* কিন্তু সবাই হয়তো ভুলে গেছে, ১৮৯৭ সালে বড়লাট লর্ড এলগিন লন্ডনে প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাঙালি সত্যিই এক অদ্ভুত জাতি। আমরা যা-ই বলি না কেন, তারা হুবহু মেনে নেবে; এমনটা আশা করা ভুল। নিজের মগজ খাটিয়ে, জ্ঞানভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তারা দৃঢ় মতামত গড়ে তোলে। এই সময় থেকেই ঔপনিবেশিক শাসক বাঙালি প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে বাঙালিরা চিন্তাশীল ও তর্কে পারদর্শী বলে তকমা লাভ করে। বঙ্গীয় অস্মিতা যতখানি রাজনৈতিক, তার থেকেও বেশি সাংস্কৃতিক। হর্ষের বিরোধাচারী শশাঙ্ক থেকে মুঘল জয়তিলকবিমোচী প্রতাপাদিত্যের মতোই এই অস্মিতার অপর বাহকরা হলেন বঙ্গীয় বিদ্বোৎসমাজ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্র ধরেই বলা যায় যে, তখন সর্বভারতীয় আন্দোলনের মধ্যে থেকেও বঙ্গীয় অস্মিতার রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্ব। বিদেশি প্রশাসনের রক্তচক্ষুর সামনে ধূলিধূসরিত খড়ম তুলে ধরা বিদ্যাসাগরের প্রজন্মগত দায় তাঁরা অস্বীকার করেননি। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে ক্রমপশ্চাদ্গামী রাজ্য হিসেবেই তার যাত্রা শুরু করেছিল, এবং আর্থিক ভাবে ধুঁকতে থাকা একটি সংস্কৃতি হিসেবে পূর্বায়ত্ত ন্যায়ধর্মের বলেই বিরূপ পরিস্থিতিতেও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল। এরই প্রেক্ষিতে 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম' শীর্ষক থিমে পুজো করতে চলেছে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন অখিলভারত হিন্দুমহাসভা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রুবি হাসপাতাল মোড়ের হিন্দুমহাসভার দুর্গাপুজো ইতিপূর্বেই তাদের থিম নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর আগে বিভিন্ন বছর তাদের থিমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, ভারতীয় টাকা থেকে গান্ধির মুখ সরিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মুখ আনার আবেদন, সনতানীদের জন্য নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দাবি এবং দুয়ারে দুর্গা । তবে এই বছর তাদের থিম জনপ্রিয়তার নিরিখে আগের সমস্ত বছরের থিমকে অতিক্রম করবে বলে আশা করেছেন হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী।

থিমের পাশাপাশি নজর কাড়বে এখানকার প্রতিমাও। কারণ, সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দুর্গা প্রতিমা। সাবেকি এই প্রতিমার রূপদান করেছেন শিল্পী মানিক দেবনাথ। আর সেই কারণেই এটি গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও প্রস্তাবিত হতে চলেছে।

এই পুজো সম্পর্কে হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানান, 'হিন্দুমহাসভা পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রতিটি সদস্য হিন্দু বাঙালি। আমাদের কাছে বাঙালির রোল মডেল হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়, বাদল, দীনেশ সহ ভারত মায়ের বীর সন্তানেরা। আর সেই কারণে প্রতিটি সদস্য গর্বিতও বটে। আমরা ইতিপূর্বে করা পুজোর ক্ষেত্রে কখনোই কোন সরকারি বা ব্যক্তিগত অনুদান পাইনি। হিন্দুমহাসভার কিছু সদস্যের পকেটের টাকা দিয়ে এতদিন আমাদের পুজো হয়েছে। তবে প্রতিবারই পুজোর থিমের মাধ্যমে আমরা সমাজকে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছি। এই মুহূর্তে বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে সারা দেশ যখন উত্তাল তখন অবশ্যই ভারতের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের কর্তব্য সারা পৃথিবীর কাছে এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করা। পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি ও ভাষাকে আমরা যেমন সম্মান করি। কারণ, প্রত্যেকের কাছে তাঁদের মাতৃভাষা বড় আপনার, বড় ভালোবাসার। আর সেই কারণেইআমরা কখনোই চাই না ইংরেজি, হিন্দি বা উর্দু কোন ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করুক। আমরা কোন মূল্যেই সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতাকে প্রশ্রয় দেব না।' এই প্রসঙ্গে হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি এও জানান, 'পারস্পরিক দোষারোপের রাজনীতিতে না গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অবাঙালি প্রধান অঞ্চলে বিনামূল্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রসার করবে। এমনকী আমাদের পুজো মণ্ডপেও বাংলা টোলের মাধ্যমে পুজোর দিনগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে অবাঙালিদের 'স্পোকেন বেঙ্গলি' শেখানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আর সেই কারণেই আমাদের হিন্দু মহাসভার পুজোর থিমে জোর দেওয়া হয়েছে চির শাশ্বত বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপরেই।

এই পুজো ২০২৫-এ পা দিয়েছে ১২ তম বর্ষে। তবে রুবি মোড়ের সামনে এই পুজো হচ্ছে গত চার বছর ধরে। পুজোর উদ্বোধন থেকে নিরঞ্জন সবই হয় সাবেকি প্রথা মেনেই। অর্থাৎ, ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনের সঙ্গে শুরু পুজোর। আর প্রথা মেনে দশমীতেই নিরঞ্জন। সার্বিক ভাবে পুজোতে থাকে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। তবে এবারে ক্ষুদ্রতম মাতৃপ্রতিমাকে নিরঞ্জন দেওয়া হবে না। কারণ, এমন এক সৃষ্টিকে ধ্বংস করা যায় না। পরবর্তীকালে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন পুজো উদ্যোক্তারা। এরপর মাকে দশমীতে বিদায় জানিয়ে সংগঠনের লড়াই আরও জোরদার হবে বঙ্গ অস্মিতাকে নিয়ে।

BEST 120 PUJO

- ABASAR SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- ALIPORE SARBOJANIN
- BALLYGUNGE CULTURAL ASSOCIATION
- BEHALA DEBDARU FATAK SARBOJANIN DURGOTSAB
- BEHALA FRIENDS
- GOLPARK STUDENTS' ASSOCIATION
- JADAVPUR ATHLETIC CLUB
- JAGARI
- MUKUNDAPUR SARBOJANIN DURGOTSAV
- PADDAPUKUR YOUTH ASSOCIATION
- SAMAJ SEBI SANGHA
- SANTOSHPUR LAKE PALLY
- SHIBMANDIR SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITI
- SOUTH PURBACHAL HOSPITAL RD SARBOJONIN
- THAKURPUKUR STATE BANK PARK SARBOJANIN
- VIVEKANANDA SPORTING CLUB PUJA
- 95 PALLY SARBOJANIN DURGOTSAV
- AB BLOCK ABASIK SANGHA
- AK BLOCK ASSOCIATION
- ARJUNPUR AMRA SABAI CLUB
- ASWININAGAR BANDHUMAHAL CLUB
- BELEGHATA GANDHIMATH FRIENDS CIRCLE
- BELEGHATA SANDHANI
- BELIAGHATA 33 NO.PALLI BASHI BRINDA
- CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB
- DAKSHINDARI YOUTHS
- DUMDUM PARK TARUN SANGHA PUJA
- FD BLOCK SARBOJANIN PUJA
- HATIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV
- JORASANKO SADHARAN DURGOTSAV SAMITY
- KASHI BOSE LANE DURGA PUJA SAMITY
- KHUDIRAM COLONY SARBOJANIN DURGOTSOV
- KUMARTULI PARK SARBOJANIN DURGOTSAV
- LALABAGAN NABANKUR
- MANICKTALLA CHALTABAGAN LOHAPATTY DURGAPUJA
- MASTERDA SMRITI SANGHA
- NEWTOWN CA BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- NEWTOWN SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITI
- SIKDAR BAGAN SADHARAN DURGOTSAV
- TALA BAROWARI DURGOTSAB SAMITY
- TALA PRATTOY
- ULTADANGA BIDHAN SANGHA
- ULTADANGA DASPARA SARBOJANIN DURGOTSAB
- ULTADANGA SANGRAMI
- WARD -1 SADHARAN DURGOTSAV (JAGAT MUKHERJEE)

- SIMLA SPORTING CLUB
- BRINDABAN MATRI MANDIR
- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- DUM DUM PARK SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- SARKAR BAGAN SAMMILITA SANGHA
- WELLINGTON NAGARIK KALYAN SAMITY
- KESTOPUR PRAFULLA KANAN (POSCHIM) ADHIBASI

- DAKSHINPARA DURGOTSAB COMMITTEE
- CHOREBAGAN SARBAJANIN DURGOTSAB SAMITY
- ULTADANGA KARBAGAN SARBAJANIN DURGOTSAB
- DUM DUM TARUN DAL
- BAKUL BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB
- GOLAGHATA SAMMELANI
- TALA FRIENDS ASSOCIATION
- SOVABAZAR BENIATOLA SARBOJANIN
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAB
- HINDUSTHAN PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- SHAKUNTALA PARK NETAJI SANGHA
- DHAKURIA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- NEW SANTOSHPUR ADI DURGOTSAB
- BEHALA CLUB SARBOJANIN DURGOTSAV
- SANTOSHPUR TRIKON PARK SARBOJANIN
- SHYAMA PALLY SHYAMA SANGHA
- VIVEKANANDA PARK ATHLETIC CLUB
- BAGHAJATIN VIVEKANANDA MILAN SANGHA
- BAGHAJATIN E-BLOCK SARBOJANIN DURGOTSAB
- VIVEKANANDA PARK ADHIBASHI BRINDA
- HAZRA PARK DURGOTSAB (Org: Kol Poura Karmachari)
- GARIA SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE

- 66 PALLI CLUB
- 25 PALLY CLUB
- RAJDANGA NABA UDAY SANGHA
- KIDDERPORE PALLY SARADIYA
- BARISHA TARUN TIRTHA
- KALIGHAT KISHORE SANGHA
- BARISHA CLUB
- HARIDEVPUR NEW SPORTING CLUB
- NETAJI JATIYA SEBADAL
- SANTI DOOT SANGHA
- KENDUA SHANTI SANGHA SARBOJANIN DURGOTSAB
- AJEYA SANGHATI
- KALIGHAT NEPAL BHATTACHERJEE STREET CLUB
- BEHALA MUKUL SANGHA
- SANTOSHPUR AVENUE SOUTH CLUB

- PALLY UNNAYAN SAMITY PASCHIM PUTIARY
- JAGRITEE
- PURBA PUTIARY PRAGATI SANGHA
- BHOWANIPORE MUKTADAL
- BEHALA BUROSHIBTALA JANAKALYAN SANGHA
- DHAKURIA FRIENDS AND ASSOCIATES
- BHOWANIPUR SWADHIN SANGHA
- BHOWANIPORE 70 PALLY
- SURVEY PARK DURGOTSAV COMMITTEE
- HAZRA UDAYAN SANGHA

- JORASANKO 7ER PALLI SARBOJANIN DURGA PUJA
- KUMARTULI SARBOJANIN DURGOTSAV
- AE PART 1 BLOCK COMMITTEE
- AHIRITOLA JUBAK BRINDA
- GOURI BERIA SARBOJANIN DURGOTSAB-O-PRADARSHANI
- MITALI KANKURGACHI
- NALIN SARKAR STREET SARBOJANIN DURGOTSAB
- AHIRITOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- JORABAGAN CHHATRA SANGHATI
- TELENGABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- KANKURGACHI JUBAK BRINDA
- PRAFULLA KANAN BALAK BRINDA (EAST)
- SURA SPORING CLUB
- HATKHOLA GOSSAIN PARA SARBOJONIN DURGA UTSAV
- PRAFULLA KANAN BALAK BRINDA (EAST)
- LALABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- TALAPARK PANERO PALLY

- SURUCHI SANGHA
- CHETLA AGRANI
- TRIDHARA